মহান আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু

মহিমান্বিত কুরআন
শব্দে শব্দে অর্থ

কুরআন বুঝে পড়ার সহায়ক গ্রন্থ

এক খন্ডে সমাপ্ত

SEEN
PUBLICATION

মহিমান্বিত কুরআন
শব্দে শব্দে অর্থ

অনুবাদ
মুফতি আবু উমামা কুতুবুদ্দীন মাহমূদ
মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব

গ্রন্থস্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জুমাদা আস-সানি ১৪৪২ হিজরি। জানুয়ারি ২০২১
তৃতীয় সংস্করণ
রবিউল-আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি। অক্টোবর ২০২২

ISBN:-978-984-8046-62-3
www.seanpublication.com
+88 01781 183 501

নির্ধারিত মূল্য : ৯৯০ টাকা। 40$

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

'Mohimannito Quran: Shobde Shobde Ortho'—Word-for-Word Bengali translation of the Holy Quran. Translated by Mufti Abu Umama Kutubuddin Mahmud and Mufti Abdullah Shihab, published by Sean Publication Limited, Bangladesh.

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
ইসলামী টাওয়ার, বাংলা বাজার ঢাকা।
+৮৮০ ১৭৫ ৩৩ ৪৪ ৮১১

মহিমান্বিত

কুরআন

শব্দে শব্দে অর্থ

অনুবাদ

মুফতি আবু উমামা কুতুবুদ্দীন মাহমূদ

মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব

নিরীক্ষণ

মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের

সহকারী মহাপরিচালক

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ

শাইখুল হাদিস, জামিয়া আনওয়ারুল উলুম কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

মাওলানা আহমদ মায়মূন

সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

কুরআন তরজমা পাঠদান-পদ্ধতি সংযোজন

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক

মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদদিরাসাতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

কুরআনিক ব্যাকরণ সংযোজন

এস এম নাহিদ হাসান

শব্দানুবাদ বিন্যাস

ওমর আলী আশরাফ, নূর মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

আহমদ ইমতিয়াজ আল-আরাব, যায়েদ মুহাম্মদ

অনুবাদ সমন্বয়

ওমর আলী আশরাফ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEEN

PUBLICATION

‘কুরআন তরজমা’ পাঠদান-পদ্ধতি : একটি প্রস্তাবনা

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

বড় দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হলো, কুরআন তরজমার মতো মৌলিক একটি বিষয় পাঠদানের জন্য আমাদের মাদরাসাগুলোতে সুনির্দিষ্ট কোনো সিলেবাস বা নির্দেশনা সাধারণত চোখে পড়ে না। বিষয়টি সম্পূর্ণই সংশ্লিষ্ট উস্তাদবৃন্দের ব্যক্তিগত সক্ষমতা ও সুবিবেচনার ওপর নির্ভরশীল থাকে। তাই নিম্নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খিদমাতে অভিজ্ঞতানির্ভর একটি প্রস্তাবনা পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ উপকারী বানান ও কবুল করুন। আমিন!

এ পর্যায়ে ৬টি দিক নিয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ—

১. ‘তরজমা’র অর্থ এবং সমার্থক প্রতিশব্দে তরজমা হওয়ার আবশ্যকতা।
২. আয়াতের শব্দসমূহের صَرْفِي বিশ্লেষণ।
৩. শব্দাবলির مَحَلّ إعراب ও প্রয়োজনীয় অংশের تركيب
৪. শব্দে শব্দে আয়াতের তরজমা ও সুন্দর তরজমা।
৫. আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা এবং কুরআনের হিদায়াত বা দিকনির্দেশনাসমূহ প্রকাশ করা।
৬. عِبَارَةُ النَّصِ বহির্ভূত আলোচনা থেকে কুরআন তরজমার দরসকে মুক্ত রাখা।

১. ‘তরজমার অর্থ এবং সমার্থক প্রতিশব্দে তরজমা হওয়ার আবশ্যকতা

আমাদের প্রথম করণীয় হলো এ বিষয়টি নির্ধারণ করা যে, এটি কীসের দরস—কুরআন তরজমার, না তাফসিরের? দরসের বিষয় যদি ‘কুরআন তরজমা’ হয়, তাহলে কুরআন তরজমা কেমন হওয়া আবশ্যক, তা জানা অতীব জরুরি। আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল আজিম যুরকানি ﷺ [মৃ. ১৩৬৭ হি.] তার مَنَاهِلُ العِرْفَانِ في علومِ القرآن কিতাবে লিখেছেন—

‘মূল শব্দের কোনো সমার্থক শব্দের পরিবর্তে অর্থ অধিক স্পষ্টকারী অন্য কোনো শব্দ চয়নের অধিকার অনুবাদকের নেই। কেননা, মূলের অস্পষ্টতা কিছু কিছু জায়গায় সুনির্দিষ্ট বিভিন্ন ইঙ্গিত বহন করে এবং নসকে একাধিক তাফসিরের উপযোগী করে তোলে। অতএব, অনুবাদক যখন একটি মাত্র তাফসির গ্রহণ করেন, তখন অনুবাদকৃত অর্থে নসকে কোণঠাসা করে ফেলেন এবং নসের একাধিক অর্থের কোনো একটিতে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেন, তবে মুফাসসিরের বিষয়টি ভিন্ন। নসের অধিক নিকটবর্তী কোনো অর্থ তিনি নির্বাচন করতে পারবেন এবং নিজের কাছে স্পষ্ট হওয়া কোনো হুকুম বের করার লক্ষ্যে যেকোনো একটি অর্থকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নসকে সেদিকে ফেরাতে পারবেন। অতএব, স্মরণ রাখা জরুরি, অনুবাদক হলেন নকলকারী, আর মুফাসসির কর্তৃত্বকারী। মুফাসসিরের কর্তৃত্ব সুবিস্তৃত। পক্ষান্তরে অনুবাদকের ক্ষমতা সংকীর্ণ ও অধিক কষ্টকর।’

২. আয়াতের শব্দাবলির সারফি বিশ্লেষণ

শিক্ষক/শিক্ষিকা তরজমাতুল কুরআনের দরসে প্রথমেই আয়াতের শব্দাবলির সারফি বিশ্লেষণের প্রতি মনোযোগ দেবেন। যেমন শব্দটি اسم; না فعل; নাকি حرف? যদি اسم হয়, তাহলে جامِد; না مُشْتَق; নাকি مصدر? যদি جامِد-এর تثنية বা جمع হয়; তাহলে এর واحد কী? যদি مشتق হয়, তাহলে কোন প্রকার مشتق? আর যদি مصدر হয়; তাহলে কোন বাবের مصدر?

এমনিভাবে শব্দটি যদি فعل হয়, তাহলে জানতে হবে—

ক. এই فعل টিصيغة-এর واحد، تثنية، جمع، مذكر، مؤنث، غائب، حاضر، متكلم গুলোর মধ্যে কোন প্রকারের صيغة?

খ. فعلটি ماضي, না مضارع, না أَمْر, না نَهْي?

গ. فعل টি কোন باب থেকে এসেছে, এবং ওই باب থেকে এর به موزون কী?

ঘ. এই ফেলের صَرْف صغير কী?

ঙ. এই ফেলের مادّة কী?

তদ্রুপ যদি শব্দটি حرف হয়; তাহলে কোন প্রকার حرف? এটি কী حرف جر; না حرف مُشَبَّه بالفعل? হরফে আতফ; না حرف تنبيه? হরফে নেদা; না حرف إيجاب? হরফে যিয়াদাহ; নাকি হরফে তাফসির? حرف مصدر; না হরফে তাহদিদ? حرف تَوَقُّع; নাকি হরফে ইস্তিফহাম? حرف شرط; না حرف رَدْع?

উপরিউক্ত আলোচনার অর্থ মোটেও এই নয় যে, শিক্ষক কুরআন তরজমার দরসকে সারফ ও ইশতিকাকের ইজরার দরস বানিয়ে রাখবেন; বরং আমার উদ্দেশ্য এ কথা বলা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এতটুকু অবশ্যই নিশ্চিত হবেন যে, علمُ الصرفِ ও ইলমুল ইশতিকাকের বিবেচনায় আয়াতের শব্দাবলির যথাযথ পরিচয় ছাত্রছাত্রীদের পরিষ্কারভাবে আয়ত্ত আছে কি-না। এটি মৌলিক বিষয়। এটি ইলমি যোগ্যতা বিনির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

কাজটি পুরো বছর এবং কুরআন পাকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক শব্দের ক্ষেত্রে করতে হবে, তা মোটেই নয়। তবে যতদিন পর্যন্ত লক্ষ করবেন, 'নির্ভুলতা-স্পষ্টতা-দ্রুততা' এই তিন বৈশিষ্ট্যসহ শব্দাবলির পরিচিতি ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ আয়ত্ত হয়নি, ততদিন পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তাই পরিমাণে অল্প হোক, প্রয়োজনে সারা বছর করতে হবে। আল্লাহ সহজ করুন। আমিন!

৩. শব্দাবলির مَحَلّ إعراب ও প্রয়োজনীয় অংশের إعراب

প্রতিটি শব্দের مَحَلّ إعراب বলার যোগ্যতা ছাত্রছাত্রীদের থাকতে হবে। অর্থাৎ শব্দটি মহল্লে রফায় আছে, কারণ...; বা মহল্লে নসবে আছে, কারণ...; বা মহল্লে জরে আছে, কারণ...; বা মহল্লে জযমে আছে, কারণ..., এভাবে যেন নির্দি¦ধায় বলতে পারে।

তারপর শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রয়োজনীয় অংশের تركيب বুঝাবেন। বলাবাহুল্য, تركيب বুঝার বিষয়, মুখস্ত করার বিষয় নয়। আমার একটি বিশেষ প্রস্তাব হলো, তরজমাতুল কোরআনের দরসে ছাত্রছাত্রীরা কুরআন মাজিদের যে নুসখা নিয়ে বসবে, তা যেন তাফসিরে জালালাইনওয়ালা হয়। 'ইসলামিয়া কুতুবখানা' (বাংলাবাজার, ঢাকা) থেকে জালালাইন শরিফ কয়েক রকমে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআন মাজিদের টীকা হিসেবে তাফসিরে জালালাইন। তো বলতে চাচ্ছি, কুরআন তরজমার দরসে ছাত্রছাত্রীরা কুরআন পাকের যে নুসখা নিয়ে বসবে এবং উস্তাদের সামনেও পাক কোরআনের যে নুসখা থাকবে, তা যেন তাফসিরে জালালাইনবিশিষ্ট হয়।

আয়াতের শব্দাবলির مَحَلّ إعراب বলার অনুশীলনের পর টীকার জালালাইন শরিফে আয়াতের যে সকল অংশের তারকিবের বিবরণ রয়েছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা সেই তারকিবগুলো নিজের ভাষায় সহজ করে বুঝাবেন। উস্তাদের মুখে শ্রবণ করে বুঝে এসে যাওয়ার পর ছাত্রছাত্রীদেরকে জালালাইনের ওই নির্দিষ্ট ইবারতটিও দেখিয়ে দেবেন যেখানে এ তারকিবটি লিখিত রয়েছে। পরবর্তী দিন তাদের থেকে সেগুলো শুনবেন। এর চেয়ে বেশি তারকিবের প্রয়োজন আপাতত নেই।[১]

৪. শব্দে শব্দে আয়াতের তরজমা ও সুন্দর তরজমা

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকা তারকিব অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ করে তরজমা শিক্ষাদানে মনোযোগী হবেন; যেন ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারে কীভাবে এ অংশ থেকে এ অর্থ বের করা হলো। আয়াতের শব্দাবলির আভিধানিক

---

১. অবশ্য উস্তাদবৃন্দ যদি নিজেদের মুতালাআয় الجَدْوَلُ فِي إعراب القرآنِ وصَرْفِه وبَيَانِه কিতাবটি নিয়মিত রাখেন, তাহলে অনেক ভালো হবে। লেখক শায়খ মাহমুদ সাফি ﵀ [মৃ. ১৯৮৫ ঈ.]।

অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য مُعْجَمٌ وتفسِيرٌ لُغَوِيٌّ لِكَلِمَاتِ القرآن কিতাবটি নিজেদের মুতালাআয় রাখা যদি শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের পক্ষে সম্ভব হয়, তাদের অনেক ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। লেখক শায়খ হাসান ইযযুদ্দিন আল-জামাল ﵀। কিতাবটি নেটেও পাওয়া যায়। জালালাইন শরিফেও যথেষ্ট শব্দের অর্থ পেয়ে যাবেন।

যাই হোক, আয়াতের শব্দাবলির صَرْفِي বিশ্লেষণ, مَحَلّ إعراب এবং হাশিয়ার তাফসিরে জালালাইনের আলোকে প্রয়োজনীয় تركيب বুঝানোর পর আয়াতের তরজমা করবেন। تركيب অনুযায়ী পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ করে তরজমা শিক্ষা দেওয়া এবং ছাত্রছাত্রী কর্তৃক তা আয়ত্ত করার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর -মোটেও তার আগে নয়- বাংলা ভাষ্যরীতি অনুসারে আয়াতের সুন্দর তরজমা করবেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা এসময় বাংলাভাষার কোনো আর্দশ অনুবাদের সহায়তা নিতে পারেন।[২] তা ছাড়া সুন্দর প্রকাশ শেখার জন্য -নির্ভুল অনুবাদ শেখার জন্য নয়- ছাত্রছাত্রীদেরকে এমন কোনো কিতাবের তরজমা পাঠের নির্দেশনাও দিতে পারেন। তবে এ পাঠের সময় মনে রাখা জরুরি; কোনো তরজমা যতই সুন্দর হোক না কেন—অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজেদের পড়াশোনার ভিত্তিতে কখনও কখনও তা পরিহার করতে বাধ্য হন।

একটি দুঃখজনক বাস্তবতা

একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, কুরআন তরজমার কতিপয় শিক্ষক বাংলা তরজমা ও তাফসিরের কোনে কোনো কিতাব থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে তরজমা মুখস্থ করান। তাতে বহু শানে নুযুল, ঘটনা ও তাফসিরি আলোচনা থাকে। সাদাসিধে ও সহজ-সরল ছাত্রছাত্রীদের সামনে সেগুলো আলোচনা করেন এবং পরীক্ষায় তা চেয়েও থাকেন। এগুলো কুরআন তরজমার ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা' সদৃশ। আমাদের আবারও স্মরণ করা উচিত, আমরা কুরআন তরজমার দরসে আছি। তাফসিরের দরসে নই। তাফসিরের কিতাব জালালাইন শরিফেও এ পরিমাণ আলোচনা নেই। তাই এমন কিতাব আপাতত শুধু উস্তাদবৃন্দের নাগালে রাখলে ভালো হয়। অন্যথায় কুরআন তরজমার ছাত্রছাত্রীরা এমন সব বিষয় নিয়ে পেরেশান হতে পারে যেগুলো তাদের স্তরের কাজ নয়।

৫. আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা এবং কুরআনের হিদায়াত বা দিকনির্দেশনাসমূহ প্রকাশ করা

একটি স্বীকৃত বাস্তবতা হলো, تركيب ও অন্যান্য দিক থেকে তরজমা যতই সূক্ষ্ম হোক, শুধু তরজমা দ্বারা বহু আয়াতের মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা তরজমা শিক্ষাদানের পাশাপাশি আয়াতের عِبَارَةُ النَّصّ ও স্পষ্ট করবেন। অর্থাৎ আয়াতের শব্দাবলির মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে মূল বক্তব্য পরিষ্কার করবেন। কথা অল্প কিন্তু সারগর্ভ হওয়া জরুরি। এর জন্য আমার অভিজ্ঞতানির্ভর খেয়াল আগেও বলেছি- তরজমাতুল কুরআনের দরসে ছাত্রছাত্রীরা তাফসিরে জালালাইন সংবলিত কুরআন পাকের নুসখা নিয়ে বসবে। পূর্বে تركيب প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জালালাইনে আয়াতের যেসকল অংশের تركيب ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উস্তাদ সে তারকিবগুলোই নিজের ভাষায় সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন।

এখন আয়াতের শব্দাবলির মিসদাক স্পষ্ট করা প্রসঙ্গে বলব, জালালাইনে আয়াতের শব্দাবলির যেসকল মিসদাক রয়েছে, সেগুলোই নিজের ভাষায় তুলে ধরবেন। ঘটনা ও শানে নুযুলও জালালাইন শরিফে যতটুকু রয়েছে, সাধারণ অবস্থায় কুরআন তরজমার দরসে তার চেয়ে বেশির প্রয়োজন নেই। অবশ্য বিশেষ কিছু স্থানে অবশ্যই জালালাইনের তাফসির যথেষ্ট নয়। الفَوْزُ الكبيرُ في أصول التفسيرِ কিতাবের শুরুর দিকে 'প্রত্যেক আয়াতের জন্য শানে নুযুলের প্রয়োজন নেই' শিরোনামে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি ﵀-এর নিম্নের উক্তিটি এখানে স্মরণ করে নিলে ভালো হবে। আশ্চর্য, তিনি তরজমা নয়; বরং তাফসরি বিষয়ক কিছু আলোচনা করে এই বলে তার বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন যে 'অতএব আমাদের জন্য এই ইলমগুলোর ব্যাখ্যা এমনভাবে করা জরুরি, যেন খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন না হয়'।

জালালাইনে বিদ্যমান শব্দাবলির মিসদাকগুলো এবং ঘটনা বা শানে নুযুলগুলো তুলে ধরার পর জালালাইনের ইবারতটি পড়িয়ে দেবেন; যেন ছাত্রছাত্রীরা এতক্ষণ মৌখিকভাবে যা শুনেছে, তা লিখিত আকারে পেয়ে যায়। এতে তাদের দক্ষতা

২. উদাহরণস্বরূপ আলোচ্য 'মহিমান্বিত কুরআন' কিতাবের টীকায় উল্লিখিত কুরআন পাকের সাবলীল তরজমা।

অনেক বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। স্মর্তব্য, জালালাইনের ইবারতে কিরাত সংশ্লিষ্ট যেসকল বিশ্লেষণ রয়েছে, সেগুলোর প্রতি কুরআন তরজমার দরসে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

জালালাইনের ইবারত পড়িয়ে দেওয়াকে জটিল মনে করার বাস্তবে কোনো কারণ নেই। কারণ, বাস্তবতা হলো জালালাইনের ইবারত مُخْتَصَرُ القُدُورِيّ، أُصُولُ الشاشِيّ প্রভৃতি কিতাবের ইবারতের তুলনায় যথেষ্ট সহজ। উস্তাদগণ প্রয়োজনে বড় সাইজের জালালাইনের হাশিয়া কিংবা حاشِيَةُ الصَّاوي দেখে কিছু হল করার প্রয়োজন হলে হল করে নিলেন; কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো, জালালাইনের মূল عِبَارة হল করার জন্য এমন প্রয়োজন কমই হবে। মোটকথা, বুঝিয়ে দিলে তরজমাতুল কুরআনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য জালালাইনের عِبَارة বোঝা জটিল হওয়ার কোনো কারণ নেই। অবশ্য মানসিকতা তৈরি করতে হবে। মানসিকতা তৈরি হলে ও আন্তরিকতা থাকলে কিছু দিন পর স্বাভাবিক মনে হবে ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণ তাফসিরে জালালাইনের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি কিতাবটির বেশ কিছু ত্রুটিও চিহ্নিত করেছেন। সামনে 'তাফসিরে জালালাইনের উস্তাদবৃন্দের খিদমাতে কিছু কথা' শিরোনামের অধীনে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত আসছে। সুতরাং কিতাবটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় এবং কিতাবটির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করার সময় সামনের আলোচনাও স্মরণ রাখতে হবে।

৬. عِبَارَةُ النَّصِّ বহির্ভূত আলোচনা থেকে কুরআন তরজমার দরসকে মুক্ত রাখা

আমরা যারা কুরআন তরজমার শিক্ষক, তাদের জন্য কুরআন মাজিদের বিভিন্ন তাফসির অধ্যয়ন করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষভাবে ওই ৫টি তাফসির অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত; যেগুলো মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি ﵀-এর মতে সালাফের তাফসির সংক্রান্ত ইলমের সারাংশ।

কিতাব ৫টি যথাক্রমে :

১. হাফিজ ইবনু কাসির শাফেয়ি দামেস্কি ﵀ [মৃ. ৭৪৭ হিজরি] রচিত تفسيرُ القرآنِ الكريم যা تفسيرُ ابن كثير নামে প্রসিদ্ধ।

২. ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি ﵀ [মৃ. ৬০৬ হিজরি] রচিত مَفَاتِيْحُ الغَيْبِ যা التفسيرُ الكبيرُ নামে প্রসিদ্ধ।

৩. কাযি আবুস সুউদ হানাফি ﵀ [মৃ. ৯৫১ হিজরি] রচিত تفسيرُ أَبِي السُّعُود। কিতাবটির নাম মূলত إرشادُ العقلِ السَّلِيمِ إلى مَزَايَا القرآنِ الكريم

৪. আল্লামা আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ কুরতুবি ﵀ [মৃ. ৬৭১ হিজরি] রচিত تفسيرُ যা الجامِعُ لِأحكامِ القرآن নামে প্রসিদ্ধ।

৫. আল্লামা মাহমুদ আলূসি হানাফি ﵀ [মৃ. ১২৭০ হিজরি] রচিত رُوْحُ المَعَانِي। পূর্ণনাম رُوْحُ المعانِي في تفسيرِ القرآن العظيم والسَّبْعِ المَثَانِي

১.হাফিজ ইবনু কাসির শাফেয়ি দামেস্কি ﵀ [মৃ. ৭৪৭ হিজরি] রচিত تفسيرُ القرآنِ الكريم যা تفسيرُ ابن অতএব, যে-সকল আয়াত আমরা নিজেরা পাঠ করব এবং পাঠদান করাব, সেগুলোর তাফসির সুযোগ করে এসকল কিতাবে দেখে নেব; তবে আমার পরামর্শ হলো, তাফসিরে জালালাইন ও আত্তাফসিরুল মুয়াস্সার কিতাবে যে পরিমাণ তাফসির উল্লেখ হয়েছে, কুরআন তরজমার দরসে শিক্ষকবৃন্দ এতটুকুতেই ক্ষান্ত থাকবেন। আয়াতের عبارةُ النصِّ স্পষ্ট করার জন্য তার চেয়ে বেশি আলোচনার প্রয়োজন আমার দৃষ্টিতে নেই। বস্তুত অতিরিক্ত আলোচনা সাধারণত মধ্যম স্তরের ছাত্রছাত্রীদেরকে মূল বিষয় থেকে সরিয়ে দেয়। দেখা যায়, জালালাইনে উঠে যাওয়া অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী অনেক শানে নুযুল ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা জানে; কিন্তু সমার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে আয়াতের তরজমা করতে পারে না।

আমাদের দেশের কওমি মাদরাসাগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কুরআন তরজমার দরসে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বহু ঘটনা,

শানে নুযুল ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেন; যেগুলোর পর্যবেক্ষণকারী অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করে থাকেন যে, তা ওই পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যায়, যা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি ﵀ তাফসিরের কিতাবাদিতেও উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ الفوزُ الكبير কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'মুফাসসিরগণের কিছু বর্ণনা-শানে নুযুলের সঙ্গে যার কোনো যোগসূত্র নেই', 'শানে নুযুল অধ্যায়ে মুফাসসিরের জন্য শর্ত' ও 'মুফাসসিরের শর্ত দুটি' শিরোনামগুলোর অধীনে ইমাম দেহলভি ﵀-এর আলোচনা দেখতে পারেন। এ কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে 'দুই প্রকার শানে নুযুল' ও 'তাফসির সংক্রান্ত ফায়দাহীন কিছু বিষয়' শিরোনামদ্বয়ের আলোচনাও দেখা যায়।

এখানে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি উক্তি নকল করা যথোপযুক্ত হবে। তিনি প্রায়ই বলেন 'আমাদের দেশে কুরআন তরজমার বহু শিক্ষক রয়েছেন, যারা নিজেদের জানা সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দরসে করেন। একমাত্র অজানা কথাগুলোই তাদের আলোচনা থেকে বাদ পড়ে।

তাফসিরে জালালাইনের উস্তাদবৃন্দের খিদমাতে কিছু কথা

১. তাফসিরে জালালাইনের দরস তো তাফসিরের দরস। যেটা তরজমাতুল কুরআনের পরবর্তী স্তরের কাজ। তাই প্রথমেই দেখতে হবে, বাংলা সমার্থক প্রতিশব্দে কুরআন পাকের তরজমা ছাত্রছাত্রীদের হল আছে কি-না। যদি না থাকে, তাফসিরের দরসে সেদিকেও প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিতে হবে। আর তাফসিরে জালালাইন সংক্ষিপ্ত কিতাব হওয়ার কারণে তা পাঠদানকালে আয়াতের তরজমার প্রতিও মনোযোগ দেওয়া সহজেই সম্ভব হয়।

২. দরসের পুরো বা অধিকাংশ মনোযোগ যদি মূল কিতাব হল করার পেছনে ব্যয় হয়, তাহলে মূল কিতাব ছাত্রছাত্রীদের ভালোভাবে অবশ্যই হল হয়ে যাবে। ইবারতে নেই এমন অতিরিক্ত ফাওয়ায়েদের আলোচনা যতটুকু সম্ভব কমিয়ে ইবারত পুরোপুরি হল করিয়ে দেওয়া এবং নির্ভুলভাবে ইবারতের পাঠ চালু করিয়ে দেওয়ার প্রতি মনোযোগ দিলে বেশি ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

৩. উস্তাদবৃন্দের জানা থাকার কথা, বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণ তাফসিরে জালালাইনের ভূয়সী প্রশংসা করার পাশাপাশি কিতাবটির বেশ কিছু ত্রুটিও চিহ্নিত করেছেন। তাই কিতাবটি পাঠদানকালে সেদিকেও আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করতে হবে। তাদের চিহ্নিত করা কয়েকটি ত্রুটি নিম্নরূপ—ক. আল্লাহ তাআলার গুণাবলি সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করা। খ. কতক আয়াতের তাফসিরে ইসরাঈলি বা জাল রেওয়ায়েত উল্লেখ করা। গ. বেশ কিছু অনির্ভরযোগ্য শানে নুযুল উল্লেখ করা। ঘ. কিছু আয়াতের তাফসিরে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করা। অথবা যেসকল আয়াতের তাফসির করা জরুরি ছিল সেখানে সম্পূর্ণ চুপ থাকা। ঙ. কিছু আয়াতের তাফসিরে মারজু মত গ্রহণ করা। চ. আয়াতের তাফসির জানার জটিলতা। কেননা, মুফাসসিরদ্বয় কখনও পাঠককে আয়াতের তাফসির পেছনে দেখার কথা বলেন। পেছনে কোথায় দেখবে, তা নির্দিষ্ট করেন না। ফলে হাফেজ ছাত্রদের ব্যতীত অন্যরা সাধারণত নির্দিষ্ট স্থানের সন্ধান পায় না। ছ. কিরাতের এত ভিন্নতা কিছু কিছু স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন যা এত সংক্ষিপ্ত কিতাবের উপযোগী নয়। জ. বর্তমান সময়ের মুসলিম বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলো হাফসের কিরাত; কিন্তু জালালাইনে আয়াতের তাফসির হয়েছে অন্য কিরাতের ভিত্তিতে।

৪. কিতাবটির এসকল সমস্যা দূর করার নিমিত্তে জালালাইনের বিদগ্ধ শারেহ ও গবেষক আলিমগণ যুগে যুগে বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। আমার জানামতে এর জন্য যেসকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত কিং সৌদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উলূমুল কুরআন ও হাদিসের অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ বিন লুতফি আস-সাব্বাগ ﵀ [১৩৪৮-১৪৩৯ হি.] রচিত تَهذِيبُ تفسيرِ الجلالين কিতাবটি। ডক্টর আস-সাব্বাগ ﵀ জালালাইন কিতাবটি দীর্ঘ ৫০ বছর পড়িয়েছেন। বেশ অনেক আগেই এ কিতাবটি আমার সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। বৈরুতের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান المَكْتَبُ الإسلامِيُّ কিতাবটি প্রকাশ করেছে। নেটে এর পিডিএফ ফাইলও পাওয়া যায়। তাই ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমার দৃষ্টিতে

উপযোগী এটাই যে, জালালাইনের স্থলে এ কিতাবটি পড়ানো হোক; কিন্তু যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে মূল তাফসিরে জালালাইনই পড়ানো হোক। সমস্যা নেই, তবে পড়ানোর সময় বিদগ্ধ তাফসির বিশারদ আলিমগণের চিহ্নিত করা উল্লিখিত বিষয়গুলো লক্ষ রাখতে হবে এবং সেগুলোর প্রতিকার করতে হবে। আল্লাহ সহজ করুন।

প্রসঙ্গ : 'মহিমান্বিত কুরআন : শব্দ শব্দে অর্থ'

এ প্রবন্ধে কুরআন তরজমা পাঠদান পদ্ধতির আলোচনায় যে ৬টি দিক উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর একটি হলো, পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক শব্দের অর্থ বর্ণনা করা এবং আয়াতের সুন্দর তরজমা করা। আমি আশা করি, সিয়ান পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 'মহিমান্বিত কুরআন : শব্দ শব্দে অর্থ' কিতাবটি এ শূন্যতা পূরণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে এবং সাধারণ পাঠক ও কুরআন তরজমার ছাত্রছাত্রীদের অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন!

তো এই প্রবন্ধে এতটুকুই লেখা আমার জন্য সহজ হয়েছে। হয়তো মহান আল্লাহ এরপর আরও কিছু নির্দেশনা আমার মনে ঢেলে দেবেন। প্রবন্ধে যা কিছু নির্ভুল হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং যা কিছু ভুল হয়েছে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। মহান রবের কাছে কায়মনোবাক্যে দুআ করছি, তিনি যেন আমাকে ও সকল পাঠককে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও দীনের সঠিক বুঝ দান করেন। আমিন।

শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক : মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদদিরাসাতিল ইসলামিয়া, ঢাকা
১৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হি.

আমাদের জীবনে কুরআন

ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ

মানুষ যে যেখানে আছে, ওপরের দিকে তাকালেই যেমন দেখতে পায় বিশাল আসমান; কী সুন্দর তারকা সজ্জিত—যেগুলো দিচ্ছে ডান-বামের নির্ভুল সংবাদ। পবিত্র কুরআন তেমনই মানবতার বিশাল উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেই হিদায়াত গ্রন্থ, যা যেকোনো ভূখণ্ডে অবস্থানকারী মানুষের জন্য রহমতের সুবিস্তীর্ণ আসমান, একটু মাথা তুলে তাকালেই সে দেখতে পাবে এক সুপরিকল্পিত মহান নিপুণতা তাকে সর্বদা কল্যাণের পথনির্দেশ করে চলেছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত; তবুও তার জীবনের রয়েছে অনেক অন্ধকার, অবিদ্যা ও কূপমুণ্ডকতার বিষাক্ত প্রভাব। জাহিলিয়াতের এসকল আঁধার ভেদ করে আসমানি আলোয় আলোকময় পথের দিকে তাকে পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন এই কুরআন। ইরশাদ হচ্ছে—

كِتَٰبٌ أَنزَلْنَٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ

এই কিতাব, এটি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের পথনির্দেশক্রমে বের করে আনো অন্ধকার থেকে আলোয়ে; তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার্হ। [কুরআন ১৪: ০১]

পবিত্র কুরআনের নিজস্ব একটা আকর্ষণ-ক্ষমতা রয়েছে, যা যুগপৎ তার ভাষা ও বক্তব্য উভয়টির মধ্যেই বিদ্যমান। এটি কুরআনের এক অলৌকিক দিক। কেউ যদি নিষ্কলুষ মন নিয়ে এ গ্রন্থ পাঠ করে, এ গ্রন্থের ভাষা ও বক্তব্যের মুখোমুখি হয়, সে যত কঠিনপ্রাণ ব্যক্তিই হোক না কেন; কুরআন তাকে সত্য-দর্শনের চোখ উন্মুক্ত করে দেবেই। অতীত ও বর্তমানে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ইসলামের কত ঘোরতর শত্রু, যে কুরআনের ছায়াতলে এসে সেই ইসলামের জন্যই নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কুরআন নাযিলের সময়েই আরবের কাফির মুশরিকদের ক্ষেত্রে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। তাদের চোখের সামনেই কুরআনের প্রভাবে আপামর জনতার পাশাপাশি একের পর এক নেতৃস্থানীয় মানুষেরাও ইসলাম গ্রহণ করছিল। তখন কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য হেন চক্রান্ত নেই, যা তারা করেনি। তাদের এই হীন কর্মকাণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন—

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না, আর এর পঠনকালে শোরগোল সৃষ্টি করো, তাহলে তোমরা জয়ী হতে পারবে। [কুরআন ৪১: ২৬]

পবিত্র কুরআনের আবেদন সার্বজনীন। পণ্ডিত মনীষাকে সে যেমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রোতধারায় সিক্ত করে তোলে, অতি সামান্য পড়ুয়া মানুষকেও সে বঞ্চিত করে না। এমনকি যে এর অর্থ বোঝে না শুধু কোনোমতে পড়তে জানে, তার মনেও কুরআনের পাঠ দেয় অনাবিল এক প্রশান্তির ছোঁয়া। আপনি অবাক হবেন, কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলে খুব শীঘ্রই আপনার চোখ প্রশান্তময়তার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতে থাকবে বারবার।

প্রজ্ঞার মহাআকর পবিত্র কুরআনের সাথে আপনার সংশ্লিষ্টতা যত বাড়বে, আপনার মনজগতের প্রশান্তি তত বাড়বে। এ এক অদ্ভুত গ্রন্থ। মানুষ কেউ এই গ্রন্থের কারি, কেউ হাফিজ, কেউ আলিম, কেউ গবেষক, কেউ প্রকাশক, কেউ প্রচারক, কেউ প্রেমিক। জিনরা একবার কুরআন শ্রবণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সব শেষে তারাও অবাক হয়ে বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ—

أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিল। তখন তারা বলল, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করলাম। [কুরআন ৭২: ০১]

প্রয়োজন শুধু সংশ্লিষ্টতার—আন্তরিক সংশ্লিষ্টতার। পবিত্র কুরআনের সাথে আপনার বিবেক, চিন্তা, জ্ঞান ও মননকে একত্রিত করার। একটি শব্দ করেই হোক না কেন; ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকুন। দেখবেন দিনে দিনে এর প্রেম-পিপাসা বেড়েই চলছে। দেখবেন আপনি শুধু প্রতি অক্ষরে দশ নেকি পেয়েই তৃপ্ত হতে পারবেন না। আপনার হৃদয় কুরআনের বক্তব্য অনুধাবনের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠবে। আপনার চিন্তাভাবনা, আপনার কাজকর্ম, আপনার জীবনের বিস্তৃত প্রতিটি অঙ্গনকে এ কুরআন প্রভাবিত করবে এক চমৎকার ইতিবাচক প্রভাব দিয়ে। আপনার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে তা এমন এক শান্তিময় ছায়া দিয়ে ঢেকে দেবে, যা আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারবেন না। মরুচারী কঠিন অন্তরের জাহিল কিংবা ভিন্নধর্মী লোকেরাও যখন নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার নিয়তে রাসূল সা.-এর মজলিসে বসে পবিত্র কুরআন শুনত, তখন মহাসত্যের গভীর উপলব্ধিতায় তাদের চোখগুলোও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত। ইরশাদ হচ্ছে—

وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلۡحَقِّۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ

(পবিত্র কুরআন) যা রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যখন তারা শ্রবণ করে, সত্য উপলব্ধিতার কারণে তুমি তাদের চক্ষু অশ্রু বিগলিত দেখতে পাবে। তারা ফরিয়াদ করে বলছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান আনলাম, সুতরাং তুমি আমাদেরকে (ঈমানের ওপর) সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত করে দাও। [কুরআন ০৫: ৮৩]

কাজেই প্রয়োজন কুরআন পড়ার, কুরআন বুঝার, কুরআন নিয়ে জ্ঞানচর্চা করার। যে যতটা হিম্মত নিয়ে সামনে বাড়বে, কুরআন তাকে তত বেশি পুরস্কার দিয়ে যাবে। কুরআন তো সেই গ্রন্থ; যাকে পরাজিত করার জন্য শত্রু ছুটে এলো কুরআনের বাড়িতে। কুরআন তাকে সাদরে বসতে দিলো, সহজে সহজে অতি সাধারণ ভূপ্রকৃতি থেকে কথা শুরু করল, কী আজব! শত্রু লোকটিও একসময় কুরআনকে পরম বন্ধুত্বের প্রস্তাব দিতে বাধ্য হলো, সুবহানাল্লাহ। তাই মুসলিম-অমুসলিম সকলের প্রতি আহ্বান, আসুন, কুরআনের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যোগী হই। কুরআন আমাদের কী বলতে চায়, একটু শুনি। কুরআনের কথাগুলো আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করে দেখি। নিশ্চয় ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে কুরআনের সঙ্গে সখ্যতা বৃদ্ধি করি।

আল্লাহর কালাম কুরআনকে বুঝে পড়া সহজ করার ক্ষেত্রে 'মহিমান্বিত কুরআন' নামক এ গ্রন্থখানা বাংলা ভাষায় একটি অসাধারণ ও অনবদ্য কাজ। এ গ্রন্থ থেকে কুরআনের জ্ঞানপিপাসু সাধারণ মানুষেরা যেমন উপকৃত হতে পারবেন, তেমনই উপকৃত হতে পারবেন তালিবুল ইলম ও জ্ঞান-গবেষকগণও। সকল প্রশংসা তো কেবল আল্লাহরই জন্য। তিনি যাকে দিয়ে চান তাকে দিয়েই তাঁর দীনের কাজ করিয়ে নেন। সিয়ানকে যে আল্লাহ এই কাজের জন্য বাছাই করেছেন, এটা অবশ্যই তাদের সৌভাগ্যের বিষয়। এমন একটি মহৎ প্রকল্প সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্য সিয়ান পাবলিকেশন কর্তৃপক্ষও ধন্যবাদ পাবার উপযুক্ত। দীন ও জাতির খেদমতে আল্লাহ তাদেরকে এমন আরও নতুন নতুন উত্তম ও মহৎ পরিকল্পনা হাতে নেওয়ার এবং বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন এবং তাদের কাজগুলোকে কবুল করে নিন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন এসকল কাজ থেকে যথাযথ ইস্তেফাদা করার। আমিন।

উপপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
শাইখুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া তেজগাঁও, ঢাকা।

পাঠের পূর্বপাঠ

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

আলহামদু লিআহলিহি ওয়াস সালাতু লিআহলিহা,

✱ আমি যে ঘটনাটি বলছি তা আজ থেকে প্রায় দশ-বারো বছর আগের কথা। আমার এলাকারই এক বড় ভাই ছিলেন, বয়স মনে হয় তখনই ষাটের কোটায় ছিল। ধর্ম-কর্মে বেশ সক্রিয় এবং খুবই পড়ুয়া প্রকৃতির ছিলেন।

মাঝেমধ্যে আমার কাছেও আসতেন, বেশ ভালোও বাসতেন, স্নেহ করতেন ভীষণ। একবার বেশ বছরখানেকের গ্যাপ; দেখা-সাক্ষাৎ নেই। হঠাৎ একদিন দেখলাম আমার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, সালাম নিজে তো দিলেনই না; আমি দিলাম, তারও উত্তর দিলেন না। কেমন যেন দেখেও না দেখার ভান করলেন। আমি বেশ থতমত খেয়ে গেলাম।

পরে তার এক নিকটাত্মীয়কে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যাপারটা কী? তিনি জানালেন, সেই ভাই নাকি 'আহলে কুরআন' হয়ে গেছেন।

বললাম, আহলে কুরআন তো আমরা সবাই, কে আহলে কুরআন না! আহলে কুরআন না হলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে?

তিনি বললেন, আরে ভাই সেই আহলে কুরআন না! তিনি এখন পাঁচ ওয়াক্তকে ছেঁটে দু-ওয়াক্ত সালাত আদায় করেন, তা-ও রাকা'আত-সংখ্যার ঠিক নেই, আবার সে নামাজের ধরনও নাকি ভিন্ন; সিয়াম রাখলে ইফতার করেন 'ইশারও পরে। তার আরও অনেক অদ্ভুত রকম বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের কথা জানালেন এবং আরও জানালেন যে, তিনি তার নিজ দলের লোক ছাড়া আমাকে ও আমাদের সকল মুসলিমদেরকে যথারীতি পথভ্রষ্ট কাফির মনে করেন।

✱ নাস্তিকতার ধারায় যারা ধর্ম-বিদ্বেষী হয়, তাদের ক্ষেত্রে বড় একটা ফ্যাক্টর থাকে ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে জীবনধারা পরিবর্তনের কষ্ট। ধর্মের বিধান মানতে না চাওয়া থেকেই ধর্মের বিরোধিতা; সেটাই একসময় রূপ নেয় নাস্তিকতায়। কিন্তু এই ভাইয়ের ব্যাপারটি মোটেই এমন ছিল না। আমি যতদিন তাকে দেখেছি, দীনের ব্যাপারে আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি দেখিনি, ইসলামি বিধান পালনে কখনো অলস পাইনি; বরং বেশ অগ্রণী দেখেছি। এবং এখনও তিনি নাস্তিক নন; বরং আল্লাহর ওপর অগাধ আস্থা, রাসূলের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেন।

তার সমস্যা ছিলো দীনি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ভুল প্রক্রিয়া অবলম্বন ও ভুল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা। প্রায় গোটা কুরআনের বাংলা অনুবাদ তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। অথচ ফলাফল তো শুনলেনই!

✱ জাহিলি জীবন ফেলে দীনে আসতে চাওয়া অনেকের অবস্থা হয় এমন যে, তারা এক পথ দিয়ে দীনে প্রবেশ করে আবার অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়; কিন্তু তারা বুঝতেই পারে না। এর প্রধানতম কারণ হলো, অস্বাভাবিক অস্থিরতা এবং জ্ঞান অর্জনের সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা।

তিয়াত্তর কাতারের বাহাত্তর সংক্রান্ত হাদীস আপনারা সকলেই জানেন। দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পথভ্রষ্ট বাহাত্তর কাতারের মধ্যে এমন কোনো কাতার নেই, যারা কুরআন-হাদীস থেকে তাদের মতাদর্শের শুদ্ধতার পক্ষে দলীল উপস্থাপন করে না। সুতরাং কেবল কুরআনের অর্থ শেখা, নিজে নিজে অধ্যয়ন করা এবং অধিক পরিমাণ অধ্যয়নই কেবল কুরআন থেকে হিদায়াত গ্রহণ করতে পারার গ্যারান্টি দেয় না; কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার গ্যারান্টি কেবল একটা জিনিষই দিতে পারে, আর তা হলো—বিশুদ্ধ ঈমান।

✱ কুরআন শেখার আগে ঈমান শেখাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের পদ্ধতি। সহীহ সূত্রে বর্ণিত এক বক্তব্যে জুন্দুব ইবন আবদুল্লাহ রা. বলেন, 'আমরা যুবক বয়সে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। আমরা কুরআন শেখার আগে ঈমান শিখেছিলাম। তারপর কুরআন শিখেছি এবং তা আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করেছে।' (সুনান ইবনু মাজাহ)

তাই সঠিক পথ নিশ্চিত করার জন্য কুরআনের কাছে যাওয়ার আগে ঈমানওয়ালাদের কাছ থেকে ঈমান শিখে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় কেবল কুরআনের আক্ষরিক জ্ঞান যে কাউকে পথভ্রষ্টতার দিকে ঠেলে দিতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ঈমানওয়ালা আর কুরআনওয়ালা মূলত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, একে আলাদা করার কিছু নেই।

কুরআনের বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই যোগ্য ও তাক্ওয়াবান উস্তাদের তত্ত্বাবধানে নিয়মতান্ত্রিক ও পদ্ধতিগতভাবে শিখতে হবে। খেয়াল রাখবেন, আল্লাহ চাইলে তাঁর বাণী পৃথিবীতে কোনো নবি-রাসূলের মাধ্যম ছাড়াই পাঠাতে পারতেন এবং সংরক্ষণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নবি-রাসূলদের মাধ্যমেই তাঁর বাণীর প্রসার ঘটিয়েছেন। messengers are equally important to the message itself; বার্তাবাহক বার্তার সমানুপাতেই গুরুত্বপূর্ণ। আর আসমানি ইলমের এই ধারাবাহিকতা সত্যপন্থী আলিমরাই রক্ষা করেন; তারাই নবিদের অনুপস্থিতিতে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হিসেবে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব পালন করেন।

✱ কেবল বাংলা অনুবাদ পড়ে অনেকের মাঝেই বিশেষজ্ঞসুলভ আচরণ দেখা যায়, যদিও বাস্তবে এটা বিশেষ অজ্ঞদেরই বৈশিষ্ট্য। অনেকেই অনূদিত কুরআন-হাদিস পড়ে সম্মানিত 'আলিমদের পেছনে লাগেন তাদের ভুল ধরার জন্য। এটা খুবই খারাপ।

কেবল এই শব্দে শব্দে অর্থ, কিংবা কিছু অনুবাদ ও বাংলা তাফসীর পড়ে আপনারা কেউ কুরআনের বিশেষজ্ঞ হয়ে যেতে পারবেন না; শুধু কুরআনের সাধারণ বার্তাটুকুই বোঝার সক্ষমতা লাভ করতে পারেন এর দ্বারা, যদি আল্লাহ চান। এই জ্ঞান দিয়ে কিছুতেই কুরআনের গভীর ও ফিক্হি কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করার সক্ষমতা অর্জিত হয় না। আমার এ বক্তব্যে অনেকের চেহারায় ভাঁজ পড়তে, ভ্রু কুঁচকে যেতে পারে। তারা বলতে পারেন, আল্লাহ নিজেই বলেছেন ''আমি এ কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি''; আর এই লোক ধর্মীয় জ্ঞানকে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখতে চায়।

দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন—যারা কুরআন নাযিলের সময়কার প্রজন্ম, যাদের নিজেদের ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে—তারাও কিন্তু তাদের সবাইকে কুরআন বিশেষজ্ঞ ভাবতেন না। সেই সমাজেও তাদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শীর সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। যখনই আইনগত কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োজন হতো, তারা বিশেষজ্ঞ সাহাবিদের দারস্থ হতেন;অথচ তারা সকলেই কিন্তু কুরআন বুঝতেন, কুরআন থেকে সর্বোত্তম উপদেশ গ্রহণে তারাই ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী ও দক্ষ।

✱ তাই 'কুরআন থেকে সাধারণ উপদেশ গ্রহণ' আর 'কুরআনের বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন'এক বিষয় নয়। সাধারণ মানুষ কুরআন থেকে সাধারণ উপদেশ গ্রহণ করবে; কুরআনী মূল্যবোধ শিখবে, ঈমানকে মজবুত করবে, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড গ্রহণ করবে, তিলাওয়াতের সময় অর্থ বুঝে কেঁদে চোখ ভাসাবে—এটাই কুরআনের গণ-আবেদন, এটাই 'ওয়ালাকদ ইয়াসসারনাল কুরআন'। আর গভীর জ্ঞানের বিষয়, বিতর্কিত মাস্আলা, সমকালীন সংকট, নব-উদ্ভাবিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং আইনগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মতো কাজগুলো কেবল বিশেষজ্ঞ আলিমরাই করবেন। সাধারণ জনগণ তাদের মধ্য থেকে সত্যপন্থী অভিজ্ঞ আলিমদের অনুসরণ করবে। এটাই কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার গণ-সিলেবাস।

✱ কুরআনের গভীর জ্ঞান কাকে বলে সে প্রসঙ্গে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য ইমাম আশ শাফি'ঈর একটি ঘটনা বলি। ইমাম শাফি'ঈ একবার বাগদাদে খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে আনীত হন। তখনও তিনি এখনকার দিনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তি নন; তবুও রাজ-দরবারে তার জ্ঞানের ব্যাপারে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা উৎসুক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু বলুন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন,

আল্লাহর কোন কিতাব সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন হে আমীরুল মু'মিনীন, আল্লাহ তো অনেক কিতাব নাযিল করেছেন?

চমৎকার উত্তর, তবে আমি জানতে চাচ্ছি সেই কিতাব সম্পর্কে, যা তিনি আমার চাচাত ভাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করেছেন।

কুরআনের জ্ঞানের তো অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। আপনি কোন বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন হে আমীরুল মু'মিনীন?

তাক্‌দীম না তা'খীর সম্পর্কে?

নাসিখ না মানসুখ সম্পর্কে?

মুহ্‌কাম না মুতাশাবিহ সম্পর্কে?

আম না খাস সম্পর্কে?

এভাবে ইমাম আশ শাফি'ঈ একের পর এক কুরআনিক জ্ঞানের অনেকগুলো শাখার নাম বলে যান, আর খলীফা তাজ্জব হয়ে শুনতে থাকেন। এরপর খলীফা অনেকগুলো প্রশ্ন করেন এবং তিনি প্রতিটি প্রশ্নের অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর দেন।

✱ শুধু তাক্‌ওয়া কখনও জ্ঞানগত সঠিকতার নিশ্চয়তা দেয় না। কুরআনের ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা হলে কুরআনের আয়াত দিয়েও মানুষ পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই সাহাবায়ে কেরাম, তাবি'ঈন, তাবিউত তাবি'ঈনগণ কুরআন ব্যাখ্যার কিছু পদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ—

১. কুরআন দ্বারা কুরআনের তাফসীর;

২. সুন্নাহ দ্বারা কুরআনের তাফসীর;

৩. আ-সা-র তথা সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর;

৪. ভাষার মাধ্যমে কুরআনের তাফসীর

৫. মতামতের ভিত্তিতে কুরআনের তাফসীর। (কিছুতেই পূর্বের চারটির কোনোটির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না)

এ প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে যদি অন্য কোনো নব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়, তবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই কুরআন অনুধাবনের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সালাফদের অনুসরণ করতে হবে। এর কোনো বিকল্প বা শর্ট-কাট রাস্তা নেই। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন আমাদের সকলকে কুরআন থেকে সঠিক বুঝ গ্রহণ ও তা বাস্তব জীবনে সফলভাবে প্রয়োগ করার তাওফিক দান করুন!

কুরআনের এই মহতি প্রকল্পে শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কাজের বিভিন্ন স্তরে যারা কাজ করেছেন, মহান আল্লাহ তাদের সকলকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহর কালাম ভুলের ঊর্ধ্বে, কিন্তু আমাদের কাজ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। আমরা মানুষ, ভুলই আমাদের প্রকৃতি। তাই কারও দৃষ্টিতে এই গ্রন্থে কোনো ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। আমরা পরবর্তী মুদ্রণে তা অবশ্যই সংশোধন করে নেব ইনশা আল্লাহ।

প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

সূচিপত্র

সূরা	পৃষ্ঠা	সূরা	পৃষ্ঠা
১. আল-ফাতিহা	১	৩০. আর-রুম	৫৮৫
২. আল-বাকারাহ	২	৩১. লুকমান	৫৯৫
৩. আল-ইমরান	৭০	৩২. আস-সাজদাহ	৬০১
৪. আন-নিসা	১১০	৩৩. আল-আহযাব	৬০৪
৫. আল-মায়িদাহ	১৫৩	৩৪. সাবা	৬১৯
৬. আল-আন'আম	১৮৪	৩৫. ফাতির	৬২৯
৭. আল-আ'রাফ	২১৮	৩৬. ইয়াসীন	৬৩৮
৮. আল-আনফাল	২৫৭	৩৭. আস-সাফফাত	৬৪৭
৯. আত-তাওবাহ	২৭২	৩৮. স-দ	৬৫৮
১০. ইউনুস	৩০১	৩৯. আয-যুমার	৬৬৬
১১. হুদ	৩২২	৪০. আল-মু'মিন/গাফির	৬৭৭
১২. ইউসুফ	৩৪১	৪১. হা-মীম সাজদাহ	৬৯০
১৩. আর-রাদ	৩৫৯	৪২. আশ-শূরা	৬৯৮
১৪. ইবরাহীম	৩৬৯	৪৩. আয-যুখরুফ	৭০৭
১৫. আল-হিজর	৩৭৮	৪৪. আদ-দুখান	৭১৭
১৬. আন-নাহল	৩৮৬	৪৫. আল-জাসিয়াহ	৭২১
১৭. বনি ইসরাঈল/ইসরা	৪০৭	৪৬. আল-আহকাফ	৭২৭
১৮. আল-কাহাফ	৪২৫	৪৭. মুহাম্মাদ	৭৩৪
১৯. মারইয়াম	৪৪১	৪৮. আল-ফাতহ	৭৪০
২০. ত্বোয়া-হা	৪৫১	৪৯. আল-হুজুরাত	৭৪৬
২১. আল-আম্বিয়া	৪৬৫	৫০. ক-ফ	৭৫০
২২. আল-হাজ্জ	৪৭৮	৫১. আয-যারিয়াত	৭৫৪
২৩. আল-মু'মিনূন	৪৯৩	৫২. আত-তূর	৭৫৯
২৪. আন-নূর	৫০৫	৫৩. আন-নাজম	৭৬৩
২৫. আল-ফুরকান	৫১৯	৫৪. আল-কমার	৭৬৭
২৬. আশ-শু'আরা	৫৩০	৫৫. আর-রাহমান	৭৭১
২৭. আন-নামল	৫৪৫	৫৬. আল-ওয়াকি'আহ	৭৭৬
২৮. আল-কাসাস	৫৫৭	৫৭. আল-হাদীদ	৭৮১
২৯. আল-'আনকাবূত	৫৭৩	৫৮. আল-মুজাদালাহ	৭৮৭

সূচিপত্র

সূরা	পৃষ্ঠা	সূরা	পৃষ্ঠা
৫৯. আল-হাশর	৭৯২	৮৮. আল-গাশিয়াহ	৮৫৯
৬০. আল-মুমতাহিনাহ	৭৯৭	৮৯. আল-ফাজর	৮৬১
৬১. আস-সাফ	৮০০	৯০. আল-বালাদ	৮৬২
৬২. আল-জুমু'আহ	৮০৩	৯১. আশ-শামস	৮৬৩
৬৩. আল-মুনাফিকূন	৮০৫	৯২. আল-লাইল	৮৬৪
৬৪. আত-তাগাবুন	৮০৭	৯৩. আদ-দুহা	৮৬৫
৬৫. আর-তালাক	৮১০	৯৪. আল-ইনশিরাহ	৮৬৫
৬৬. আত-তাহরীম	৮১২	৯৫. আত-তীন	৮৬৬
৬৭. আল-মুলক	৮১৫	৯৬. আল-'আলাক	৮৬৬
৬৮. আল-কলম	৮১৮	৯৭. আল-কাদর	৮৬৭
৬৯. আল-হাক্কাহ	৮২১	৯৮. আল-বাইয়্যিনাহ	৮৬৮
৭০. আল-মাআরিজ	৮২৪	৯৯. আয-যিলযাল	৮৬৯
৭১. নূহ	৮২৬	১০০. আল-'আদিয়াত	৮৬৯
৭২. আল-জিন	৮২৯	১০১. আল-কারিয়াহ	৮৭০
৭৩. আল-মুযযাম্মিল	৮৩২	১০২. আল-তাকাসুর	৮৭০
৭৪. আল-মুদ্দাসসির	৮৩৪	১০৩. আল-আসর	৮৭১
৭৫. আল-কিয়ামাহ	৮৩৭	১০৪. আল-হুমাযাহ	৮৭১
৭৬. আদ-দাহর	৮৩৯	১০৫. আল-ফীল	৮৭১
৭৭. আল-মুরসালাত	৮৪২	১০৬. কুরাইশ	৮৭২
৭৮. আন-নাবা	৮৪৫	১০৭. আল-মা'ঊন	৮৭২
৭৯. আন-নাযি'আত	৮৪৭	১০৮. আল-কাউসার	৮৭২
৮০. আবাসা	৮৪৯	১০৯. আল-কাফিরূন	৮৭২
৮১. আত-তাকভীর	৮৫১	১১০. আল-নাসর	৮৭৩
৮২. আল-ইনফিতার	৮৫২	১১১. আল-লাহাব	৮৭৩
৮৩. আল-মুতাফফিফীন	৮৫৩	১১২. আল-ইখলাস	৮৭৪
৮৪. আল-ইনশিকাক	৮৫৫	১১৩. আল-ফালাক	৮৭৪
৮৫. আল-বুরূজ	৮৫৬	১১৪. আন-নাস	৮৭৪
৮৬. আত-তারিক	৮৫৮		
৮৭. আল-আ'লা	৮৫৮		

اٰياتها٧ سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ ركوعها١

الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ	اللهِ	بِسْمِ
অসীম দয়ালু	পরম করুণাময়	আল্লাহর	নামে

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

١	الْعٰلَمِيْنَ	رَبِّ	لِلّٰهِ	اَلْحَمْدُ
১	জগতসমূহের	রব	আল্লাহর জন্য	সকল প্রশংসা

منزل ١

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের রব।

٢	الرَّحِيْمِ	الرَّحْمٰنِ
২	অসীম দয়ালু	(যিনি) পরম করুণাময়

২. যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

٣	الدِّيْنِ	يَوْمِ	مٰلِكِ
৩	বিচার	দিবসের	মালিক

৩. যিনি বিচার-দিবসের মালিক।

٤	نَسْتَعِيْنُ	وَاِيَّاكَ	نَعْبُدُ	اِيَّاكَ
৪	আমরা সাহায্য চাই	আর কেবল আপনারই	আমরা ইবাদাত করি	কেবল আপনারই

৪. আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি; আর কেবল আপনারই সাহায্য চাই।

٥	الْمُسْتَقِيْمَ	الصِّرَاطَ	اِهْدِنَا
৫	সরল-সুদৃঢ়	পথে	আমাদেরকে পরিচালিত করুন

৫. আপনি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করুন।

غَيْرِ	عَلَيْهِمْ	اَنْعَمْتَ	الَّذِيْنَ	صِرَاطَ
নয় তারা	যাদের ওপর	আপনি নিয়ামাত দিয়েছেন	তাদের	পথ

৬. তাদের পথ যাদের ওপর আপনি নিয়ামাত বর্ষণ করেছেন;

٧	الضَّآلِّيْنَ	وَلَا	عَلَيْهِمْ	الْمَغْضُوْبِ
৭	যারা পথভ্রষ্ট (নাসারা)	এবং নয় তারা	যাদের ওপর	গযব পড়েছে (ইয়াহূদি)

ع

৭. তারা নয়, যাদের ওপর গজব পড়েছে (ইয়াহূদিদের), এবং তারাও নয়, যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিস্টান)।

ركوعاتها ٤٠	سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ	اٰياتها ٢٨٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا	الْكِتٰبُ	ذٰلِكَ	١	الٓمّٓ
নেই	কিতাব	এটা সেই (মহান)	১	আলিফ লা-ম মী-ম

الَّذِيْنَ	٢	لِّلْمُتَّقِيْنَ	هُدًى	فِيْهِ	رَيْبَ
যারা	২	মুত্তাকিদের জন্য	হিদায়াত	যার মধ্যে	কোনো সন্দেহ

وَمِمَّا	الصَّلٰوةَ	وَيُقِيْمُوْنَ	بِالْغَيْبِ	يُؤْمِنُوْنَ
এবং তা থেকে, যা	সালাত	এবং প্রতিষ্ঠা করে	অদৃশ্য বিষয়ে	ঈমান আনে

يُؤْمِنُوْنَ	وَالَّذِيْنَ	٣	يُنْفِقُوْنَ	رَزَقْنٰهُمْ
ঈমান আনে	এবং যারা	৩	তারা ব্যয় করে	আমি তাদের রিযিক দিয়েছি

اُنْزِلَ	وَمَآ	اِلَيْكَ	اُنْزِلَ	بِمَآ
অবতীর্ণ হয়েছে	এবং যা	তোমার প্রতি	অবতীর্ণ হয়েছে	তার প্রতি, যা

٤	يُوْقِنُوْنَ	هُمْ	وَبِالْاٰخِرَةِ	مِنْ قَبْلِكَ
৪	নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে	তারা	এবং আখিরাতের প্রতি	তোমার পূর্বে

مِّنْ	هُدًى	عَلٰى	اُولٰٓئِكَ
পক্ষ থেকে	হিদায়াতের	ওপরে আছে	তারাই

٥	الْمُفْلِحُوْنَ	هُمْ	وَاُولٰٓئِكَ	رَّبِّهِمْ
৫	সফলকাম	তারাই	এবং তারা	তাদের রবের

الجزء ١ منزل ١

১. আলিফ লা-ম মী-ম।

২. এটা সেই মহান কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটি হিদায়াত।

৩. যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।

৪. এবং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমার পূর্বে এবং যারা আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

৫. তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর আছে, আর তারাই সফলকাম।

৬. নিশ্চয়ই যারা কুফুরি করেছে, তাদেরকে তুমি ভীতি প্রদর্শন করো আর না করো—তাদের জন্য উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কর্ণকুহরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টির ওপর রয়েছে আবরণ; আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

৮. আর মানুষের মধ্যে এমনও রয়েছে, যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান এনেছি; অথচ তারা মু'মিন নয়।

৯. তারা আল্লাহ এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। বাস্তবে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়; অথচ তারা তা অনুধাবন করে না।

১০.তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে; অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করেছেন, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; কারণ, তারা মিথ্যা বলত।

১১. আর যখন তাদের বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাই তো (সমাজের) সংস্কারক।

১২. সাবধান! তারাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা অনুধাবন করে না।

১৩. আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আনো যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে। তারা বলে, 'আমরা কি ঈমান আনব সেভাবে, যেভাবে নির্বোধেরা ঈমান এনেছে'? সাবধান! প্রকৃতপক্ষে তারাই

ءَاَنْذَرْتَهُمْ	عَلَيْهِمْ	سَوَآءٌ	كَفَرُوْا	الَّذِيْنَ	اِنَّ
তুমি তাদের ভীতি প্রদর্শন করো	তাদের জন্য	সমান	কুফুরি করেছে	যারা	নিশ্চয়ই
اللّٰهُ	خَتَمَ	٦	لَا يُؤْمِنُوْنَ	لَمْ تُنْذِرْهُمْ	اَمْ
আল্লাহ	মোহর মেরে দিয়েছেন	৬	তারা ঈমান আনবে না	তুমি তাদের ভীতি প্রদর্শন না করো	অথবা
وَعَلٰٓى	سَمْعِهِمْ ط		وَعَلٰى	قُلُوْبِهِمْ	عَلٰى
আর ওপরে রয়েছে	তাদের কর্ণকুহরের		আর ওপরে	তাদের অন্তরসমূহের	ওপরে
٧	عَظِيْمٌ	عَذَابٌ	وَّلَهُمْ	غِشَاوَةٌ	اَبْصَارِهِمْ
৭	মহা	এক শাস্তি	আর তাদের জন্য রয়েছে	আবরণ	তাদের দৃষ্টিশক্তির
بِاللّٰهِ	اٰمَنَّا	يَّقُوْلُ	مَنْ	النَّاسِ	وَمِنَ
আল্লাহর প্রতি	আমরা ঈমান এনেছি	(মুখে) বলে	যারা	মানুষ রয়েছে	আর কিছু
٨	بِمُؤْمِنِيْنَ	هُمْ	وَمَا	الْاٰخِرِ	وَبِالْيَوْمِ
৮	মু'মিন	তারা	অথচ নয়	শেষ (কিয়ামাত)	ও দিবসের প্রতি
اِلَّآ	وَمَا يَخْدَعُوْنَ	اٰمَنُوْا	وَالَّذِيْنَ	اللّٰهَ	يُخٰدِعُوْنَ
ব্যতীত	অথচ তারা ধোঁকা দেয় না	ঈমান এনেছে	আর তাদেরকে যারা	আল্লাহকে	তারা ধোঁকা দিতে চায়
مَّرَضٌ	قُلُوْبِهِمْ	فِيْ	٩	وَمَا يَشْعُرُوْنَ	اَنْفُسَهُمْ
ব্যাধি	তাদের অন্তরসমূহের	মধ্যে রয়েছে	৯	অথচ তারা অনুধাবন করে না	তাদের নিজেদের
اَلِيْمٌ	عَذَابٌ	وَّلَهُمْ	مَرَضًا	اللّٰهُ	فَزَادَهُمُ
যন্ত্রণাদায়ক	এক শাস্তি	আর তাদের জন্য রয়েছে	ব্যাধি	আল্লাহ	তাদের বৃদ্ধি করে দিয়েছেন
لَهُمْ	قِيْلَ	وَاِذَا	١٠	كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ	بِمَا
তাদেরকে	বলা হয়/হলো	আর যখন	১০	তারা মিথ্যা বলত	সে কারণে যে
نَحْنُ	اِنَّمَا	قَالُوْٓا	الْاَرْضِ	فِي	لَا تُفْسِدُوْا
আমরা	তো কেবলই	তারা বলে	যমিনের	মধ্যে	তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না
الْمُفْسِدُوْنَ	هُمُ	اِنَّهُمْ	اَلَآ	١١	مُصْلِحُوْنَ
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	তারাই	নিশ্চয়ই তারা	সাবধান	১১	(সমাজ) সংস্কারক
لَهُمْ	قِيْلَ	وَاِذَا	١٢	لَّا يَشْعُرُوْنَ	وَلٰكِنْ
তাদেরকে	বলা হয়/হলো	আর যখন	১২	তারা অনুধাবন করে না	কিন্তু
اَنُؤْمِنُ	قَالُوْٓا	النَّاسُ	اٰمَنَ	كَمَآ	اٰمِنُوْا
আমরা কি ঈমান আনব	তারা বলে	লোকেরা	ঈমান এনেছে	যেভাবে	তোমরা ঈমান আনো
هُمُ	اِنَّهُمْ	اَلَآ	السُّفَهَآءُ	اٰمَنَ	كَمَآ
তারাই	নিশ্চয়ই তারা	সাবধান	নির্বোধেরা	ঈমান এনেছে	যেভাবে

ركوعها ١	سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. কালের শপথ
২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে;
৩. কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের।

۝٢	خُسْرٍ	لَفِيْ	الْاِنْسَانَ	اِنَّ	۝١	وَالْعَصْرِ
২	ক্ষতির	অবশ্যই মধ্যে রয়েছে	মানুষ	নিশ্চয়ই	১	কালের শপথ

الصّٰلِحٰتِ	وَعَمِلُوا	اٰمَنُوْا	الَّذِيْنَ	اِلَّا
সৎকর্ম	ও করেছে	ঈমান এনেছে	তারা যারা	ব্যতীত

۝٣	بِالصَّبْرِ	وَتَوَاصَوْا	بِالْحَقِّ	وَتَوَاصَوْا
৩	সবরের	এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে	সত্যের	এবং পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে

ع ١ ٢٨

ركوعها ١	سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها ٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. প্রত্যেক পেছনে ও সামনে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ,
২. যে সম্পদ জমা করে এবং গণনা করে;
৩. সে মনে করে যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।
৫. এবং কীসে তোমাকে জানাবে, হুতামাহ্ কী?
৬. এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন,
৭. যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।
৮. নিশ্চয় তা তাদের ঘিরে রাখবে।
৯. লম্বা লম্বা খুঁটির মধ্যে।

جَمَعَ	الَّذِيْ	۝١	لُّمَزَةِ	هُمَزَةٍ	لِّكُلِّ	وَيْلٌ
জমা করেছে	যে	১	পেছনে পরনিন্দাকারীর	সামনে পরনিন্দাকারীর	প্রত্যেকের জন্য	দুর্ভোগ

مَالَهٗٓ	اَنَّ	يَحْسَبُ	۝٢	وَّعَدَّدَهٗ	مَالًا
তার সম্পদ	যে	সে মনে করে	২	এবং তা গণনা করে রেখেছে	সম্পদ

۝٤	الْحُطَمَةِ	فِي	لَيُنْبَذَنَّ	كَلَّا	۝٣	اَخْلَدَهٗ
৪	হুতামার	মধ্যে	অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে	কখনো না	৩	তাকে অমর করে রাখবে

اللّٰهِ	نَارُ	۝٥	الْحُطَمَةُ	مَا	اَدْرٰىكَ	وَمَآ
আল্লাহর	আগুন	৫	হুতামাহ্	কী	তোমাকে জানাবে	এবং কীসে

۝٧	الْاَفْـِٕدَةِ	عَلَى	تَطَّلِعُ	الَّتِيْ	۝٦	الْمُوْقَدَةُ
৭	হৃৎপিণ্ডসমূহ	পর্যন্ত	পৌঁছে যাবে	যা	৬	প্রজ্বলিত

۝٩	مُّمَدَّدَةٍ	عَمَدٍ	فِيْ	۝٨	مُّؤْصَدَةٌ	عَلَيْهِمْ	اِنَّهَا
৯	লম্বা লম্বা	খুঁটিসমূহের	মধ্যে	৮	ঘিরে রাখবে	তাদের	নিশ্চয় তা

ع ١ ٢٩

ركوعها ١	سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها ٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. তুমি কি দেখোনি, তোমার রব হাতীবাহিনীর সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?
২. তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি?
৩. তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি,
৪. যারা তাদের ওপর পাথুরে কঙ্কর নিক্ষেপ করছিল।

۝١	الْفِيْلِ	بِاَصْحٰبِ	رَبُّكَ	فَعَلَ	كَيْفَ	اَلَمْ تَرَ
১	হাতীর	বাহিনীর সাথে	তোমার রব	(ব্যবহার) করেছেন	কেমন	তুমি কি দেখোনি

عَلَيْهِمْ	وَّاَرْسَلَ	۝٢	فِيْ تَضْلِيْلٍ	كَيْدَهُمْ	اَلَمْ يَجْعَلْ
তাদের বিরুদ্ধে	এবং তিনি পাঠিয়েছেন	২	ব্যর্থতায়	তাদের চক্রান্ত	তিনি কি করে দেননি

۝٤	مِّنْ سِجِّيْلٍ	بِحِجَارَةٍ	تَرْمِيْهِمْ	۝٣	اَبَابِيْلَ	طَيْرًا
৪	কংকরের	পাথরসমূহ	যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল	৩	ঝাঁকে ঝাঁকে	পাখি

সূরা আল-আসর-১০৩, অবতীর্ণ ধারা-১৩, সূরা আল-হুমাযাহ-১০৪, অবতীর্ণ ধারা-৩২

সূরা আল-ফীল-১০৫, অবতীর্ণ ধারা-১৯

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ع ﴿٥﴾

	খেয়ে ফেলা	খড়ের মতো	অতঃপর তিনি তাদের করে দেন

ع ١ ٥ ٣٠ ৫. অতঃপর তিনি তাদের খেয়ে ফেলা খড়ের মতো করে দেন।

ركوعها١	سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ

শীতকালীন	সফরের	তাদের আসক্তির কারণে	১	কুরাইশের	আসক্তির কারণে

وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ

যিনি	৩	ঘরের	এই	রবের	অতএব তারা যেন ইবাদাত করে	২	ও গ্রীষ্মকালীন

اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ع ﴿٤﴾

৪	(যুদ্ধের) ভীতি	থেকে	এবং তাদের নিরাপদ করেছেন	ক্ষুধা	থেকে	তাদের আহার দিয়েছেন

১. কুরাইশের আসক্তি/অভ্যস্ততার কারণে!
২. তাদের আসক্তির কারণে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
৩. অতএব, তারা যেন ইবাদাত করে এই ঘরের রবের,
ع ١ ٤ ٣١ ৪. যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং (যুদ্ধ)-ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।

ركوعها١	سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٧

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ

সে সেই ব্যক্তি	১	বিচার-দিনকে	মিথ্যা অভিহিত করে	তাকে যে	তুমি কি দেখেছ

الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى

ব্যাপারে	এবং উৎসাহিত করে না	২	ইয়াতীমকে	গলাধাক্কা দেয়	যে

طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ

যারা	৪	সেসব মুসল্লির জন্য	অতএব দুর্ভোগ	৩	মিসকীনকে	খাদ্যদানের

هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ

তারা	যারা	৫	উদাসীন	তাদের সালাত	সম্বন্ধে	তারা

يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ع ﴿٧﴾

৭	নিত্য ব্যবহার্য সামান্য বস্তু	এবং (দেওয়া থেকে) বিরত থাকে	৬	প্রদর্শন করে (মানুষকে)

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার-দিনকে মিথ্যা অভিহিত করে?
২. সে তো সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে গলাধাক্কা দেয়।
৩. এবং মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে না।
৪. অতএব, দুর্ভোগ সেসব মুসল্লির,
৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যারা প্রদর্শন করে (মানুষকে)
ع ١ ٧ ٣٢ ৭. এবং নিত্য ব্যবহার্য সামান্য বস্তু অন্যকে দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

ركوعها١	سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

তোমার রবের উদ্দেশ্যে	অতএব সালাত আদায় করো	১	কাউসার	তোমাকে দান করেছি	নিশ্চয়ই আমরা

وَانْحَرْ ﴿٢﴾ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ع ﴿٣﴾

৩	নির্বংশ	সে-ই	তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী	নিশ্চয়ই	২	এবং কুরবানি করো

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।
ع ١ ٣ ٣٣ ২. অতএব, তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো।
৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী, সে-ই নির্বংশ।

ركوعها١	سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১. বলো, 'হে কাফিররা'!
২. আমি তার ইবাদাত করি না, তোমরা যার ইবাদাত করো।
৩. এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি।
৪. এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করছ।
৫. এবং তোমরাও ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করছি।
৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন এবং আমার জন্য আমার দীন।

مَا	لَآ اَعۡبُدُ	١ لا	الۡكٰفِرُوۡنَ	يٰۤاَيُّهَا	قُلۡ
যার	আমি ইবাদাত করি না	১	কাফিররা	হে	বলো

مَاۤ	عٰبِدُوۡنَ	اَنۡتُمۡ	وَلَاۤ	٢ لا	تَعۡبُدُوۡنَ
যার	ইবাদাতকারী	তোমরা	এবং নও	২	তোমরা ইবাদাত করো

مَّا	عَابِدٌ	اَنَا	وَلَاۤ	٣ ج	اَعۡبُدُ
যার	ইবাদাতকারী	আমি	এবং নই	৩	আমি ইবাদাত করি

مَاۤ	عٰبِدُوۡنَ	اَنۡتُمۡ	وَلَاۤ	٤ لا	عَبَدۡتُّمۡ
যার	ইবাদাতকারী	তোমরা	এবং নও	৪	তোমরা ইবাদাত করেছ

ع ١ ٦ ٣٤

٦ ع	دِيۡنِ	وَلِىَ	دِيۡنُكُمۡ	لَكُمۡ	٥ ط	اَعۡبُدُ
৬	আমার দীন	এবং আমার জন্য	তোমাদের দীন	তোমাদের জন্য	৫	আমি ইবাদাত করছি

رکوعها١	سُوۡرَةُ النَّصۡرِ مَدَنِيَّةٌ	اٰياتها٣

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়,
২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে,
৩. তখন তুমি প্রশংসাসহ তোমার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর কাছে ইসতিগফার করো। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

١ لا	وَ الۡفَتۡحُ	اللّٰهِ	نَصۡرُ	جَآءَ	اِذَا
১	ও বিজয়	আল্লাহর	সাহায্য	আসবে	যখন

اللّٰهِ	دِيۡنِ	فِىۡ	يَدۡخُلُوۡنَ	النَّاسَ	وَ رَاَيۡتَ
আল্লাহর	দীনের	মধ্যে	তারা প্রবেশ করছে	মানুষকে	এবং তুমি দেখবে

رَبِّكَ	بِحَمۡدِ	فَسَبِّحۡ	٢ لا	اَفۡوَاجًا
তোমার রবের	প্রশংসাসহ	তখন তুমি পবিত্রতা বর্ণনা করো	২	দলে দলে

ع ١ ٣ ٣٥ وقف النبي صلى الله عليه وسلم

٣ ع	تَوَّابًا	كَانَ	اِنَّهٗ	وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ط
৩	তাওবা কবুলকারী	হলেন	নিশ্চয়ই তিনি	এবং তাঁর কাছে ইসতিগফার করো

رکوعها١	سُوۡرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٥

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজে;
২. তার ধন-সম্পদ এবং তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি;
৩. সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাযুক্ত আগুনে।
৪. এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহনকারিণী,

١ ط	وَّ تَبَّ	اَبِىۡ لَهَبٍ	يَدَاۤ	تَبَّتۡ
	এবং ধ্বংস হোক সে নিজে	আবু লাহাবের	দুই হাত	ধ্বংস হোক

وَ مَا	مَالُهٗ	عَنۡهُ	مَاۤ اَغۡنٰى
এবং যা	তার ধন-সম্পদ	তার	কোনো কাজে আসেনি

٣ صلے	ذَاتَ لَهَبٍ	نَارًا	سَيَصۡلٰى	٢ ط	كَسَبَ
৩	লেলিহান শিখাযুক্ত	আগুনে	সত্বর সে প্রবেশ করবে	২	সে উপার্জন করেছিল

٤ ج	الۡحَطَبِ	حَمَّالَةَ	وَّ امۡرَاَتُهٗ ط
৪	ইন্ধন	বহনকারিণী	এবং তার স্ত্রীও

٥	مِّنْ مَّسَدٍ	حَبْلٌ	جِيْدِهَا	فِيْ
	পাকানো	রশি	তার গলার	মধ্যে রয়েছে

ع ١ ٥ ٣٦

৫. তার গলায় রয়েছে পাকানো রশি ।

رکوعها١	سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ	١	اَحَدٌ	اللّٰهُ	هُوَ	قُلْ
আল্লাহ	১	একক-অদ্বিতীয়	আল্লাহ	তিনি	বলো

٣	وَلَمْ يُوْلَدْ	لَمْ يَلِدْ ۙ	٢	الصَّمَدُ
৩	এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি	তিনি কাউকে জন্ম দেননি	২	অমুখাপেক্ষী

٤	اَحَدٌ	كُفُوًا	لَّهٗ	وَلَمْ يَكُنْ
৪	কেউ	সমকক্ষ	তাঁর	এবং নেই

ع ١ ٤ ٣٧

১. বলো, তিনিই আল্লাহ, একক-অদ্বিতীয়,
২. আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী
৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
৪. এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

رکوعها١	سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَا	شَرِّ	مِنْ	١	الْفَلَقِ	بِرَبِّ	اَعُوْذُ	قُلْ
যা	অনিষ্ট	থেকে	১	প্রভাতের	রবের	আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি	বলো

٣	وَقَبَ	اِذَا	غَاسِقٍ	شَرِّ	وَمِنْ	٢	خَلَقَ
৩	তা গভীর হয়	যখন	অন্ধকার রাতের	অনিষ্ট	এবং থেকে	২	তিনি সৃষ্টি করেছেন

٤	الْعُقَدِ	فِي	النَّفّٰثٰتِ	شَرِّ	وَمِنْ
১৪	গিঁটে	মধ্যে	ফুঁ দিয়ে জাদুকারিণীদের	অনিষ্ট	এবং থেকে

٥	حَسَدَ	اِذَا	حَاسِدٍ	شَرِّ	وَمِنْ
৫	সে হিংসা করে	যখন	হিংসুকের	অনিষ্ট	এবং থেকে

ع ١ ٥ ٣٨

১. বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের রবের,
২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,
৩. আর অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়,
৪. আর গিঁটে ফুঁ দিয়ে যারা জাদু করে, তাদের অনিষ্ট থেকে
৫. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

رکوعها١	سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ	اٰياتها٦

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَلِكِ	١	النَّاسِ	بِرَبِّ	اَعُوْذُ	قُلْ
অধিপতির	১	মানুষের	রবের	আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি	বলো

شَرِّ	مِنْ	٣	النَّاسِ	اِلٰهِ	٢	النَّاسِ
অনিষ্ট	থেকে	৩	মানুষের	ইলাহের	২	মানুষের

فِيْ	يُوَسْوِسُ	الَّذِيْ	٤	الْخَنَّاسِ	الْوَسْوَاسِ ۙ
মধ্যে	কুমন্ত্রণা দেয়	যে	৪	আত্মগোপনকারীর	কুমন্ত্রণার

٦	وَالنَّاسِ	الْجِنَّةِ	مِنَ	٥	النَّاسِ	صُدُوْرِ
৬	এবং মানুষের	জিন	মধ্য থেকে	৫	মানুষের	অন্তরসমূহের

ع ١ ٦ ٣٩

১. বলো, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের,
২. মানুষের অধিপতির,
৩. মানুষের ইলাহর
৪. আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে,
৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে
৬. জিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

কুরআনিক ব্যাকরণের মৌলিক ধারণা

ভাষা আগে এসেছে না ব্যাকরণ; এ নিয়ে কোনো তর্ক নেই। ভাষা-ই আগে এসেছে। ভাষাকে সুচারু রাখার জন্যই ব্যাকরণ। ভাষা যেমন বিবর্তিত হয়, তেমন হয় ব্যাকরণও। কেবল ব্যতিক্রম কুরআনিক আরবি ও তার ব্যাকরণ। আরবদের মুখে, পত্র-পত্রিকা কিংবা রেডিও-টেলিভিশনে যে আরবি আপনারা শুনবেন, সেটা পরিবর্তনশীল আরবি ভাষা। সাধারণ অন্যান্য ভাষার মতো এর মধ্যে কালের বিবর্তনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে কুরআনিক আরবি হলো একটি চিরস্থায়ী অপরিবর্তনশীল এবং যেকোনো সময়ের জন্য আধুনিক ভাষা। এ ভাষার মধ্যে এমন স্থায়ী এক গতিশীলতা রয়েছে, যা নিজের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই সর্বোচ্চ পরিমাণ গতিশীলতাকে ধারণ করতে পারে। তাই কুরআনের আরবি একই সঙ্গে চির আধুনিক, চূড়ান্ত গতিশীল এবং সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল।

আমরা এই অধ্যায়ে আমাদের পাঠকদেরকে কুরআনিক আরবি সম্পর্কে একটি কার্যকরী মৌলিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা কুরআনের এই শব্দানুবাদ পাঠ করবেন তাদের জন্য ব্যাকরণের এই মৌলিক পাঠটুকু জরুরি। যারা কুরআনিক ব্যাকরণের এই মৌলিক ধারণাটুকু রাখবেন তারা শব্দের গঠন ও এর পরিবর্তন প্রক্রিয়া বুঝতে পারবেন; বস্তুত তাদের জন্যই কুরআনের মৌলিক শব্দ দুই হাজারের মতো। ব্যাকরণ সম্পর্কে ন্যুনতম এই ধারণাটুকু অধ্যয়নকে ফলপ্রসূ করবে।

আশা করি কুরআন শেখার পথে এ অধ্যায়টি আপনার জীবনে একটি জীবন্ত ব্যাকরণ হয়ে থাকবে ইনশা আল্লাহ।

১। শব্দ বা كَلِمَةٌ

আরবীতে শব্দকে বলা হয় كَلِمَةٌ । শব্দ তিন প্রকার। যথাঃ

اِسْمٌ	مُحَمَّدٌ	মুহাম্মাদ	جَمِيلٌ	সুন্দর
নামপদ। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান বা গুন ইত্যাদির নাম।	قَلَمٌ	একটি কলম	أَنْتَ	তুমি
	مَسْجِدٌ	একটি মসজিদ	هٰذَا	এটা
حَرْفٌ	فِي	মধ্যে	إِنَّ	নিশ্চয়ই
অব্যয়। এগুলো নিজে নিজে পূর্ণ অর্থ দেয় না	إِلَىٰ	দিকে	لَا	না
	مِنْ	থেকে	وَ	এবং
فِعْلٌ	ذَهَبَ	সে গেল	يَذْهَبُ	সে যায়
ক্রিয়াপদ। এগুলো দ্বারা কাজ করা বোঝায়	دَخَلَ	সে প্রবেশ করলো	يَدْخُلُ	সে প্রবেশ করে
	نَصَرَ	সে সাহায্য করলো	يَنْصُرُ	সে সাহায্য করে

আমরা এখানে ইসম, হারফ ও ফেল সম্পর্কে কিছু ধারনা নেওয়ার চেষ্টা করবো। আরবীতে একটা ইসম বা নামপদের সাথে কয়েকটি বিষয় জড়িত। যেমন, লিংগ, বচন, নির্দিষ্টতা, কারক ইত্যাদি।

২। اَلْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক এবং اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক

আরবীতে প্রত্যেকটা اِسْمٌ হয় اَلْمُذَكَّرُ পুরুষবাচক অথবা اَلْمُؤَنَّثُ স্ত্রীবাচক।

اَلْمُذَكَّرُ	زَيْدٌ	যায়েদ	بَقَرٌ	বকর
পুরুষবাচক	اَبٌ	বাবা	اَخٌ	ভাই
	رَجُلٌ	পুরুষ	جَدِيْدٌ	নতুন
	مَرْيَمُ	মারইয়ামু	زَيْنَبُ	যায়নাবু
اَلْمُؤَنَّثُ	أُمٌّ	মা	أُخْتٌ	বোন
স্ত্রীবাচক	جَنَّةٌ	বাগান	جَدِيْدَةٌ	নতুন

৩। نَكِرَةٌ অনির্দিষ্ট مَعْرِفَةٌ নির্দিষ্ট

কিছু ব্যতিক্রম বাদে ইসমের শেষে সাধারণত تَنْوِيْنٌ থাকে। ইসমের শেষে تَنْوِيْنٌ থাকলে সেটা অনির্দিষ্ট (Indefinite) ও একবচন (Singular) বোঝায়। যেমন, كِتَابٌ একটি বই, كُرْسِيٌّ একটি চেয়ার, بَيْتٌ একটি বাড়ি ইত্যাদি। অনির্দিষ্ট اِسْمٌ কে নির্দিষ্ট (Definite) করতে اَلْ হারফটি যুক্ত করতে হয়। সেক্ষেত্রে تَنْوِيْنٌ এর এক হরকত উঠে যায়।

نَاكِرَةٌ	مِفْتَاحٌ	একটি চাবি	قَلَمٌ	একটি কলম
অনির্দিষ্ট	رَجُلٌ	একজন লোক	قِطٌّ	একটি বিড়াল
مَعْرِفَةٌ	اَلْمِفْتَاحُ	চাবিটি	اَلْقَلَمُ	কলমটি
নির্দিষ্ট	اَلرَّجُلُ	লোকটি	اَلْقِطُّ	বিড়ালটি

৪। الإِعْرَابُ বা কারক

আরবীতে ইসমগুলো কখনও কর্তৃবাচক কখনও কর্মবাচক আবার কখনও সম্বন্ধবাচক রুপে আসে। এগুলোকে الإِعْرَابُ বা কারক দ্বারা (Case) আলোচনা করা হয়। যেমন আমাদের পরিচিত কয়েকটি বাক্য লক্ষ্য করি ,

اللَّهُ الصَّمَدُ	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী	মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল
فَاتَّقُوا اللَّهَ	آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর	মুহাম্মাদ (স) কে ওসিলা দান কর
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
আল্লাহর প্রজ্জলিত আগুন	মুহাম্মাদ (স) এর উপর শান্তি প্রেরণ কর

আমরা খেয়াল করি ,প্রথম লাইনের বাক্যদ্বয়ে مُحَمَّدٌ এবং اللَّهُ বাক্যের উদ্দেশ্য (مُبْتَدَأٌ / subject) এবং কর্তৃবাচক (subjective) । একে ইসমের مَرْفُوعٌ অবস্থা বলে। বাক্যের উদ্দেশ্য (مُبْتَدَأٌ / subject) , বিধেয় (خَبَرٌ / predicate) এবং ক্রিয়ার কর্তা (فَاعِلٌ / doer) ইত্যাদি মারফু হয়। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে পেশ

দ্বিতীয় লাইনের বাক্যদ্বয়ে مُحَمَّدًا * এবং اللَّهَ ক্রিয়ার কর্ম অর্থাৎ কর্মবাচক(Accusative) । একে ইসমের مَنْصُوبٌ অবস্থা বলে। ক্রিয়ার কর্মসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো (مَفَاعِلُ/objects of verb) মানসুব হয়। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে যবর থাকা।

তৃতীয় লাইনের বাক্যদ্বয়ে مُحَمَّدٍ এবং اللَّهِ সম্বন্ধবাচক (Genitive)। একে ইসমের مَجْرُورٌ অবস্থা বলে। সম্বন্ধসূচক বা সম্পর্কিত শব্দগুলো মাজরুর হয়। প্রাথমিকভাবে এর লক্ষণ হলো শেষে যের থাকা।

নিষেধ	لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ	শয়তানের ইবাদাত করনা
প্রশ্নসূচক বাক্য	مَا الْقَارِعَةُ؟	মহাসংকট কি?
তুলনা বাচক বাক্য	اللهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ সবচেয়ে বড়
ব্যতীত সূচক বাক্য	فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ	আতঃপর তারা সিজদা করল ইবলিস ব্যতীত
আশ্চর্যবাচক বাক্য	قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ	মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ
শর্তসূচক বাক্য	إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ	যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন
জোরপ্রদানমূলক বাক্য	إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ	অবশ্যই সকল বিষয় আল্লাহর জন্য
আলংকারিক বাক্য	الرَّجُلُ كَأَسَدٍ	লোকটি সিংহের মত

আল কুরআনের মৌলিক শব্দসমূহের সাংকেতিক নির্দেশ

সাংকেতিক রূপ	পূর্ণাঙ্গ রূপ	অনুবাদ
اج	اسم جمع	জাতবাচক ইসম
جل	جمع لا يوجد فى القرآن	পরবর্তী বহুবচনটি পবিত্র কুরআনে নেই
ام	اسم مبالغة	অতিশয় অর্থজ্ঞাপক ইসম
ص	صفت مشبهة	বিশেষণ
و	واحد لا يوجد فى القرآن	পরবর্তী একবচনটি পবত্রি কুরআনে নেই
ج	جمع	বহুবচন
مث	مؤنث	স্ত্রীলিঙ্গ
مص	مصدر	মূলধাতু
مف	اسم مفعول	কর্মবাচক
فا	اسم فاعل	কর্তাবাচন

আল কুরআনের মৌলিক শব্দসমূহের তালিকা

الف

أَبٌّ اج <ابب উদ্ভিদ, ঘাস

أَبَدًا <ابد সর্বদা, কখনো

أَبَقَ [ن، ض] <ابق পলায়ন করা

إِبِلٌ اج <ابل উট, উষ্ট্র

أَبَابِيلَ و إِبِّيْلٌ <ابل পাখির ঝাঁক

أَبٌ <ابو পিতা, চাচা, দাদা

أَبَى [ف] <ابي অস্বীকার করা

أَتَي [ض] <اتي আসা, করে আসা

اأَثَاثٌ و أَثَاثَةٌ <اثث সামগ্রী

آثَرَ <اثر অগ্রাধিকার দেওয়া

أَثْلٌ جل آثَالٌ، أُثُوْلٌ <اثل নিষ্ফলা বৃক্ষ

اِثْمٌ جل آثَامٌ <اثم অন্যায়, পাপ

أُجَاجٌ <اجج লবণাক্ত

يَأْجُوجُ ইয়াজুজ সম্প্রদায়

مَأْجُوجُ মাজুজ সম্প্রদায়

أَجَرَ [ن] <اجر মজদুরি করা

أَجَّلَ <اجل সময় ধার্য করা

أَحَدٌ جل آحَاد مث إِحْدَى <احد এক, একটি, একক সত্তা

أَخَذَ[ن]، <اخذ ধরা, নেওয়া, পাকড়াও করা

أَخَّرَ <اخر পিছে ফেলা

آخَرُ مث أُخْرَى ج أُخَرُ অন্য

أَخٌ ج إِخْوان، إِخْوَة <اخو ভাই

إِدٌّ جل إِدَدٌ <ادد জঘন্য, মন্দ

آدَم <ادم আদি মানব, মানবাঙ্গ

أَدَّى، أَدَاءٌ <ادي আদায় করা

أَذِنَ [س]، إِذْنٌ <اذن অনুমতি দেওয়া

آذَى <اذي কষ্ট দেওয়া

إِرْبَةٌ جل أُرَبٌ <ارب যৌন চাহিদা

أَرْضٌ ج آرَاضٌ، <ارض

أَرَائِكُ و أَرِيْكَةٌ <ارك সিংহাসন

آزَرَ <ازر শক্তি যোগানো

[أَزْرٌ] ض শক্তি, দৃঢ় করা

أَزَّ [ن]، أَزًّا <ازز উস্কানি দেওয়া

أَزِفَ <ازف ঘনিয়ে আসা

أَسَرَ [ض] <اسر আটক করা

أَسْرٌ مص আকৃতি, গঠন

أَسَّسَ <اسس ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা

آسَفَ <اسف মর্মজ্বালা বাড়ান

آسِنٌ <اسن পচা পানি

أُسْوَةٌ جل أُسًى، إِسًى <اسو আদর্শ, অনুসৃতি, মডেল

آسَى، أَسِيَ [س] <اسي আক্ষেপ করা

أَشِرٌ جل أَشِرُوْنَ <اشر দাম্ভিক

إِصْرٌ جل آصَارٌ <اصر বোঝা

أَصْلٌ ج أُصُولٌ <اصل মূল, উৎস

أَصِيْلٌ ج الآصَالُ সন্ধ্যা

أُفٍّ <افف ছি-ছি, উফ

أُفُقٌ ج آفَاقٌ <افق দিগন্ত

أَفَكَ [ض]، إِفْكًا <افك বিমুখ হওয়া

أَفَلَ [ض] <افل সূর্য ডোবা

أَكَلَ [ن]، أَكْلاً <اكل খাওয়া

أَلَتَ [ض] <الت কমানো

أَلَّفَ <الف মিলন ঘটানো

إِلاًّ <الل আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব

أَلِمَ [س] <الم কষ্ট করা

إِلٰهٌ ج آلِهَةٌ <اله মা‘বুদ, উপাস্য

أَلَا، يَأْلُو [ن] <الو ত্রুটি করা

آلاءٌ و إِلَى، أَلَى، إِلْيٌ <الي দান

أَمْتٌ جل إِمَاتٌ، أُمُوْتٌ <امت টিলা, অসমতা, বন্ধুর

أَمَدٌ جل آمَادٌ <امد সুদীর্ঘকাল

أَمَرَ [ن] <امر আদেশ করা

أَمْسِ جل آمَاسٌ أُمُوْسٌ <امس গতকাল, বিগতকাল

أَمَلٌ جل آمَالٌ <امل আকাঙ্ক্ষা

آمِّيْنَ <امم গমনেচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী

أَمِنَ [س] <امن বিশ্বাস করা

أَمَةٌ ج إِمَاءٌ <امو দাসী, বাঁদি

أُنْثَى ج إِنَاثٌ <انث কন্যা, নারী

آنَسَ <انس আঁচ করতে পারা

أَنْفٌ جل آنَافٌ، أُنُوْفٌ <انف নাক, নাসা, নাসিকা

آنِفًا এই মাত্র, নাকের ডগায়

أَنَامٌ اج <انم সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল

أَنَّى <اني কীভাবে, কোত্থেকে

[أَنَى] ض সময় হওয়া

أَوَّبَ <اوب প্রত্যাবর্তন করা

آدَ، يَؤُوْدُ <اود ক্লান্ত বানানো

تَأْوِيل <اول ব্যাখ্যা

أَوَّاهٌ <اوه মানবদরদি

أَوَى [ض] <اوي আশ্রয় নেওয়া

أَهْلٌ ج أهلون <اهل পরিবার

آيَةٌ ج آيَات <ايء আয়াত

أَيَّدَ <ايد সাহায্য করা

الأَيْكَة <ايك বন, জঙ্গল

أَيَامَى و أَيِّمٌ <ايم বিবাহযোগ্য

الآنَ <اين এখন, মাত্র

باء

بَابِلُ <بيل ব্যাবিলন শহর

الْبَقَرُ، بَقَرَةٌ ج بَقَرَاتٍ <بقر গরু
بُقْعَةٌ جل بُقَعٌ، بِقَاعٌ <بقع ভূমি
بَقْلٌ جل بُقُوْلٌ <بقل তরকারি
بَقِيَ [س] <بقي স্থায়ী থাকা
بِكْرٌ ج أَبْكَارٌ <بكر বালিকা
بُكْرَةٌ، إِبْكَارٌ <بكر প্রভাত, ঊষা
بَكَّةَ <بكك মাক্কা নগরী
أَبْكَمُ ج بُكْمٌ <بكم বোবা, মূক
بَكَى [ض] <بكي কাঁদা
بَلَدٌ، بَلْدَةٌ ج بِلاَدٌ <بلد শহর
أَبْلَسَ <بلس নিরাশ হওয়া
بَلَعَ [ف] <بلع শোষণ করা
بَلَغَ [ن] <بلغ পৌঁছা, তুঙ্গে ওঠা
بَلَا [ن]، أَبْلَى، إِبْتَلَى <بلو পরীক্ষা করা
بَلِيَ [س] <بلي ক্ষয় হওয়া
بَنَانٌ و بَنَانَةٌ <بنن আঙুলের ডগা
إِبْنٌ ج أَبْنَاءٌ، بَنِينَ، بَنُونَ <بنو পুত্র
بَنَى [ض] <بني বানানো
بَاءَ [ن] <بوأ আশ্রয় নেওয়া
بَابٌ ج أَبْوَاب <بوب দরজা
بَارَ [ن] <بور ধ্বংস হওয়া
بَالٌ <بول অবস্থা, দশা
بَهَتَ [ف] <بهت হতভম্ব বানানো
بَهْجَةٌ <بهج সৌন্দর্য, শোভা
ابْتَهَلَ <بهل মিথ্যুককে বদদু'আ করা
بَهِيمَةٌ جل بَهَائِمُ <بهم গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু
بَاتَ [س]، بَيَاتًا <بيت রাত্রি যাপন করা
بَادَ [ض] <بيد ধ্বংস হওয়া
ابْيَضَّ <بيض সাদা হওয়া
بَايَعَ <بيع আনুগত্যের শপথ করা
بَيَّنَ، أَبَانَ <بين সুস্পষ্ট বর্ণনা করা

بِئْرٌ جل آبَارٌ <بأر কূপ, কুয়া
اِبْتَئَسَ <بأس দুঃখিত হওয়া
أَبْتَرُ <بتر লেজকাটা, নির্বংশ
بَتَّكَ <بتك কাটা, চিরা
تَبْتِيلاً، تَبَتَّلَ <بتل নিরালায় ধ্যান করা
بَثَّ [ن] <بثث বিক্ষিপ্ত করা
انبَجَسَ <بجس ঝর্ণা ঝরা
بَحَثَ [ف] <بحث অনুসন্ধান করা
بَحْرٌ ج بِحَارٌ، أَبْحُرٌ <بحر সাগর
بَخَسَ [ف] <بخس কমানো
بَاخِعٌ <بخع আত্মবিনাশী
الْبُخْلِ، بَخِلَ <بخل কৃপণতা করা
بَدَأَ [ف] <بدأ সূচনা করা
بَدْرٌ <بدر বদর-প্রান্তর
ابْتَدَعَ <بدع উদ্ভাবন করা
بَدَّلَ، تَبْدِيلاً، تَبَدَّلَ <بدل পরিবর্তন করা, বিনিময় করা
بَدَنٌ جل أَبْدَانٌ <بدن শরীর
بَدَا [ن] <بدو প্রকাশ পাওয়া
بَذَّرَ، تَبْذِيرًا <بذر অপব্যয় করা
بَرَأُ [ف] <برأ সৃষ্টি করা
تَبَرَّجَ، تَبَرُّجٌ <برج সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, দৃষ্টিরঞ্জন করা
بَرِحَ [س] <برح নিরস্ত হওয়া
بَرْدٌ، بَارِدٌ <برد শীতল
بَرَّ [ض] <برر দয়া করা
بَرَزَ [ن]، بَرَّزَ، بَارِزَةً <برز প্রকাশিত হওয়া, বার হওয়া
بَرْزَخٌ جل بَرَازِخُ <برزخ আড়াল, অন্তরাল
الأَبْرَصُ <برص কুষ্ঠরোগী
بَرِقَ [س] <برق ঝলসে যাওয়া
بَارَكَ <برك বরকত দেওয়া

أَبْرَمَ <برم পরিকল্পনা করা
بُرْهَانٌ جل بَرَاهِيْنُ <برهن প্রমাণ
بَازِغٌ مث بَازِغَةً <بزغ বিকীর্যমান
بَسَرَ [ن] <بسر মুখভার করা
بَسَّ [ن]، بَسًّا <بسس চুরমার করা
بَسَطَ [ن]، الْبَسْطُ <بسط প্রসারিত করা, প্রাচুর্য দেওয়া
بَاسِقَةٌ <بسق লম্বমান স্বচ্ছ রঙের সাদা মেঘ, বিপদ, দুর্যোগ
أَبْسَلَ <بسل বঞ্চিত করা
تَبَسَّمَ <بسم মুসকি হাসা
بَشَّرَ <بشر সুসংবাদ দেওয়া
بَصُرَ [ك]، أَبْصَرَ <بصر দেখা
بَصَلٌ <بصل পেঁয়াজ
بِضْعٌ <بضع কতিপয়
بَطَّأَ <بطأ মন্থর হওয়া
بَطِرَ[س]، بَطَرًا <بطر গর্ব করা
بَطَشَ [ض]، بَطْشًا، <بطش بَطْشَةً পাকড়াও করা
بَطَلَ [ن] <بطل বাতিল হওয়া
بَطَنَ [ن] <بطن গোপন থাকা
بَعَثَ [ف]، البَعْثُ <بعث পাঠানো
بَعْثَرَ <بعثر পুনরুত্থান করা
بَعُدَ [ك] <بعد দীর্ঘ হওয়া
[بَعِدَ [س <بعد ধ্বংস হওয়া, বিদূরণ
بَعِيرٌ جل بُعْرَانٌ <بعر উট
بَعْضٌ جل أَبْعَاضٌ <بعض কতক
بَعْلٌ <بعل মূর্তির নাম
بُعُولَةٌ ج স্বামী, পতি
بَغْتَةً <بغت হঠাৎ, অচিরেই
بَغْضَاءُ <بغض শত্রুতা, ঘৃণা
بِغَالٌ و بَغْلٌ <بغل খচ্চর
بَغَى [ض] <بغي সীমালঙ্ঘন করা

অনুবাদকের কথা-১

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবি ও রাসূলগণের সর্দার, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যিনি, নবিয়ে রহমত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি; তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও মু'মিনগণের প্রতি। হিদায়াত ও কল্যাণ কামনা করছি মানুষ ও জিন সবার জন্য—এই কুরআন যাদের সংবিধান।

পবিত্র কুরআন মহামহিম আল্লাহর বাণী। যিনি মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন, কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, পড়তে ও বুঝতে পারার যোগ্যতা দিয়েছেন। সৃষ্টি হিসেবে মানুষের মহাপ্রাপ্তি হলো, আল্লাহর কালাম। মহান আল্লাহ তাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন এবং পড়ে বুঝে আমল করার ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন; এটা তাঁর মহা করুণা। এ কিতাবকে তিনি বলেছেন, 'হুদাল-লিন্নাস'—সব মানুষের জন্য হিদায়াত। শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, শুধু 'আলিমদের জন্য নয়, শুধু যারা অর্থ বোঝে তাদের জন্য নয়, সব শ্রেণির, সব পেশার, সব ভাষার, সব আদর্শ ও বিশ্বাসের মানুষের জন্য কুরআন।

মহান আল্লাহর কালামের পূর্ণ মর্ম মানুষের সামান্য জ্ঞান দ্বারা সর্বতোভাবে বুঝে ফেলা সম্ভব নয়; শুধু অনুবাদ পড়ে তো সম্ভবই না। তবুও তার মৌলিক বার্তাটুকু বোঝার জন্য আমরা মাতৃভাষায় অনুবাদ পড়ে মোটামুটি চলার মতো একটা জ্ঞান লাভ করতে পারি। এ বিষয়ে শরি'য়াত আমাদেরকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। শ্রেষ্ঠ মানুষ তারাই, যারা পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণে নিজেদেরকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখে।

কুরআন মাজিদের ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দের দ্যোতনা, অনুভবের গাম্ভীর্য, বর্ণনার ভঙ্গি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সবই অতি চমৎকার এবং নিঃসন্দেহে নির্ভুল। না-পদ্য না-গদ্য, এক অসামান্য সুর-তরণি উতাল হৃদয়গুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় মায়া-ছায়ার এক মধুময় জগতে; যার অনুরূপ তো অনেক দূরের কথা, বর্ণনাও দেওয়া এই পৃথিবীর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

এ মহামহিম কালামের অনুবাদে যুগে যুগে আরবি-বাংলা উভয় ভাষায় প্রাজ্ঞজনেরা নিজেদের সবটুকু দিয়ে দিয়ে কাজ করে আসছেন। ভাষাশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে প্রাঞ্জল, সহজ-সরল করার যথাসাধ্য প্রয়াস তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। তথাপিও এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পবিত্র কুরআনুল কারীমের সুষ্ঠু, সুন্দর, সার্থক ও যথাযথ অনুবাদ কেবল তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা উভয় ভাষা সাহিত্যে অভিজ্ঞ এবং সত্যপন্থি ওয়ারিসে-নবি হওয়ার মতো যোগ্য 'আলিম।

স্বয়ং আল্লাহর কথার অনুবাদ করার দুঃসাহস আমার নেই। আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন, তাওফিক দিয়েছেন, আমাকে এবং আমাদের একটা শক্ত টিমকে—তাঁর কথা বাংলা ভাষায় মানুষের জন্য অনুবাদ করিয়ে নিয়েছেন। এর যা-কিছু সৌন্দর্য, বর্ণে বর্ণে ভালোবাসা, সবকিছুর জন্য সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। আমি আশা করি, এর ওসিলায় তিনি আমাকে এবং আমাদের গোটা টিমকে জান্নাতে নবি, সাহাবি ও শহীদদের সঙ্গে স্থান দেবেন।

অনুবাদের কাজ সাবলীল দ্রুত এবং যথাসম্ভব নির্ভুল করার লক্ষ্যে আমি কয়েকজন বিজ্ঞ 'আলিমের সহযোগিতা গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে আমার কুরআনি পথের রাহাবার, মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব দা. বা. রাত-দিন পরিশ্রম করে গেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুফতি তাওহীদুল ইসলাম ও মুফতি তানভীর হাসান, সিয়ান পাবলিকেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক সাহেবসহ যারা কুরআনের এই খিদমাতে নির্লোভ-নির্মোহ শ্রম দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি। আল্লাহ সবাইকে সিরাতুল মুস্তাকিমে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, নিরাপদ রাখুন। দু'আ চাই আমার আব্বু হাফেজ মাওলানা আনিছুর রহমান দা. বা. ও মমতাময়ী আম্মুর পবিত্র হায়াতে তাইয়্যেবার জন্য, যাদের কল্যাণে আমি শূন্য থেকে আজ পবিত্র কুরআনের খাদিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি।

শেষ কথা হলো, মহান আল্লাহর কথা অনুবাদ করেছি আমরা সামান্য দুর্বল ও ক্ষুদ্র জ্ঞানের মানুষেরা। ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কোথাও কোনো ভুলত্রুটি গোচরীভূত হলে শুধরে দেওয়ার জন্য বিজ্ঞজনদের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। জাহিলিয়্যাতের এই নিদারুণ কালে সিয়ান পাবলিকেশনকে উম্মাহর হিদায়াতের মশাল হিসেবে কবুল করুন। আমিন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

দু'আপ্রার্থী
কুতুবুদ্দীন মাহমূদ

অনুবাদকের কথা-২

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তাতে কোনো বক্রতা রাখেননি। দরুদ ও সালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহর প্রতি; যাকে এই কুরআনের শিক্ষক করে পাঠানো হয়েছে। ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা সেই সকল নেক বান্দার জন্য, যাদের মাধ্যমে আমরা এই কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি।

হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা শুধুই আপনার জন্য; আপনি আমাদেরকে একান্ত আপনার দয়াতেই এই কুরআনের খিদমাতে নিয়োজিত করেছেন। আপনি প্রত্যেক নবিকেই তাঁর নিজ জাতির ভাষায় পাঠিয়েছেন। যেন তারা নিজ উম্মাতের কাছে আপনার কথা বর্ণনা করতে পারেন। হিদায়াতের মালিক তো আপনিই; যাকে ইচ্ছা আলোতে উজ্জ্বল করেন, যাকে চান তাকে আঁধারে ডুবিয়ে রাখেন।

হে আল্লাহ, আমি বিশ্বাস করি, আপনি আমাদেরকে আপনার রাসূলের ওয়ারিস হিসেবে কবুল করে আপনার বাণীর বঙ্গানুবাদ করার তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সবচাইতে সৌভাগ্যের কাজ আপনার মহান কালামের শব্দে শব্দে অনুবাদের এই মহিমান্বিত কুরআন। ভাষা-উপমা-বর্ণনার প্রাঞ্জলতা আমরা আমাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে করার চেষ্টা !করেছি হে আল্লাহ

সমস্ত কৃতিত্ব, কর্তৃত্ব, কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা আপনারই; আপনি দয়া করে আমাদের পথভ্রষ্টদের দলে ফেলে দেবেন না। আপনার বাণী আমরা ক্ষুদ্র মানুষেরা অনুবাদ করতে বসে মানবিক দুর্বলতা, বোধের সীমাবদ্ধতা ও জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার হয়েছি সেগুলোকে আপনি ক্ষমার চাদরে ঢেকে দিন; আপনার পক্ষ থেকে উপকারী 'ইলম ও হিলম দিয়ে আমাদের ধন্য করুন।

হে আল্লাহ, আপনার কালামকে বোঝার জন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। পৃথিবীতে যত বাংলাভাষী মানুষ আছে, আপনি সবার হাতে এই কুরআন পৌঁছে দেওয়ার তাওফিক দান করুন। মুসলমানদের ঈমান মজবুত করুন, অমুসলিমদের হিদায়াতের সন্ধান দিন। আপনি আমাদের প্রকাশ করা গোপন রাখা মনের সব খবর জানেন, আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে কবুল করে নিন। আমাদের যাবতীয় বিষয়ে আপনিই যথেষ্ট হয়ে যান; হে আল্লাহ, আমি আপনার ওপরই ভরসা করছি। আপনি !আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান, হে মা'বুদ

বান্দা আব্দুল্লাহ শিহাব

অনুবাদকদ্বয়ের পরিচিতি

মুফতি কুতুবুদ্দীন মাহমূদ বিন আনিছুর রহমান

জন্ম ১৯৯০ ঈসায়ি গোপালগঞ্জ জেলায়। বাবা-মায়ের কাছেই কুরআনুল কারীমের হিফ্জ সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি কওমি শিক্ষা ধারার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে জামি'য়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেন। কুরআনিক সায়েন্সে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের অদম্য আগ্রহে এরপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে উলূমুত তাফসীর ওয়াল কুরআনে তাখাস্সুস বা অনার্স কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে জামি'য়াতুন নূর ঢাকা থেকে তাখাস্সুস ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ইসলামি আইন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইফতা কোর্স সম্পন্ন করেন মা'হাদুল ইকতিসাদ ফিল-ফিক্হি ইসলামি থেকে।

বর্তমানে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানাধীন খায়েরহাট মারকাযুস্ সুন্নাহ্ মুর্তাজিয়া মাদরাসায় পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

শিক্ষকতা, ছাত্র গড়া, কুরআনের অনুবাদ ইত্যাদি কর্মে ব্যাপ্তির পেছনে তার লক্ষ্য হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হতে পারা; সমাজে শক্তভাবে বিঁধে থাকা শিরক-বিদ'আত-ইরতিদাত প্রভৃতি ফিতনা নির্মূল করে মানুষকে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহর আলোক বিভায় উজ্জ্বল করা। এই মহান লক্ষ্যেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখে নিরন্ত প্রচে-!ষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করুন

মুফতি আব্দুল্লাহ শিহাব

পিতা এনামুল হক, দাদা মোসলেম মিয়াঁ। ১৯৭৫ ঈসায়ি গোপালগঞ্জ জেলাধীন কাশিয়ানি থানার অন্তর্গত পারুলিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পোনা শামসুল উলূম মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি খুলনা দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি কৃতিত্বের সাথে মাধ্যমিক স্তর সম্পন্ন করেন। এরপর ঢাকা জামি'য়া কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা থেকে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন। এরপর তিনি ইসলামি আইন শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে একই প্রতিষ্ঠানে ইফতা কোর্স সম্পন্ন করেন। এখানে তিনি মুফতি ফজলুল হক আমীনি (রহ.)-এর দীর্ঘ সোহবত লাভ করেন। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে তিনি সাউদি আরবে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সেখানকার অনেক বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ইসলামি ব্যক্তিদের সংস্পর্শে দীনি ইলম অর্জন করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ'মাতুল জান্দালের কাযি শায়েখ ঈসা বিন ইবরাহীম। হারাম শরীফের ইমাম শায়েখ মাহের আল মু'আক্লি ও রাবেতার প্রধান মুফতি সালেহ আল মারজুকি। বর্তমানে তিনি সিয়ান পাবলিকেশনের একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।